ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 May, 2023 ■ আগরতলা ২৮ মে, ২০২৩ ইং ■ ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভারতের ইতিহাসে রচিত হবে নয়া অধ্যায়

নতুন সংসদ ভবন আজ দেশকে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি.স.)।। ভারতের ইতিহাসে ২৮ মে, রবিবার রচিত হতে চলেছে এক নতুন অধ্যায়। ওই দিন নবনির্মিত সংসদ ভবন দেশকে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নতুন এই সংসদ ভবনটি আত্মনির্ভর ভারতের চেতনার প্রতীক (আত্মনির্ভর ভারত)। সংসদের বর্তমান ভবনটি ১৯২৭ সালে উন্মুক্ত হয়েছিল এবং এখন প্রায় ১০০ বছর বয়স হতে চলেছে। বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী এই ভবনে জায়গার অভাব অনুভূত হচ্ছিল।

উভয় কক্ষেই সংসদ সদস্যদের বসার সুবিধাজনক ব্যবস্থার অভাব ছিল, যা সদস্যদের কাজের দক্ষতাকে প্রভাবিত করছে। লোকসভা ও রাজ্যসভা, উভয় কক্ষই সংসদের জন্য নতুন ভবন নির্মাণের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব পাস করেছিল। ফলস্বরূপ, ২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। নবনির্মিত সংসদ ভবনটি রেকর্ড সময়ে গুণমানের সঙ্গে নির্মাণ করা হয়েছে। অবশেষে রবিবার সেই নতুন সংসদ ভবনটি দেশকে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কট করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিরোধীরা, এ জন্য কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের তীব্র নিন্দা করলেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা ও ডেমোক্রেটিক প্রোগ্রেসিভ আজাদ পার্টির প্রধান গুলাম নবী আজাদ। শনিবার আজাদ জানিয়েছেন, তিনি যদি দিল্লিতে থাকতেন, তাহলে নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অবশ্যই যেতেন।

জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গুলাম নবী আজাদ বলছেন, 'আমি দিল্লিতে থাকলে অবশ্যই নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতাম। রেকর্ড সময়ে নতুন সংসদ গড়ার জন্য বিরোধীদের সরকারের প্রশংসা করা উচিত, অথচ তাঁরা সরকারের সমালোচনা করছে। আমি বিরোধীদের বয়কটের কঠোর বিরোধিতা করছি।'

নীতিআয়োগের বৈঠকে আট মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতি দুর্ভাগ্যজনক জনবিরোধী ঃ বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২৭ মে (হি.স.) : নীতি আয়োগের অষ্টম বৈঠকে বিরোধী শাসিত আটটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের অনুপস্থিতিকে দুর্ভাগ্যজনক, দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং জনবিরোধী বলে কটাক্ষ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে চলছে নীতি আয়োগের বৈঠক। তিনি বলেন, বিরোধী দলগুলো যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে অসম্মান করে, এটাই প্রমাণ।

এদিন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আট মুখ্যমন্ত্রী আজ নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেননি। দেশের উন্নয়ন ও পরিকল্পনার জন্য নীতি আয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বৈঠকের জন্য ১০০টি বিষয় ঠিক করা হয়েছে, এখন যে মুখ্যমন্ত্রী আসেননি, তিনি তাঁর রাজ্যের মানুষের কথা এখানে আনছেন না। তাদের কাছে প্রশ্ন, মোদীর বিরোধিতা করতে তারা কতদূর যাবে?

তিনি আরও বলেন, বিজেপি প্রতিষ্ঠানকে সম্মান করে না বলে অভিযোগ করা হয়, তবে এই আচরণটি দেখায় যে বিরোধী দলগুলি নীতি আয়োগের মতো প্রতিষ্ঠানকে কতটা সম্মান করে। তারা সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে মন্তব্য করে, তারা নির্বাচন কমিশন নিয়ে মন্তব্য করে। অর্থাৎ তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী না হলে তারা সবার সমালোচনা করবে।

তিনি বলেন, বিরোধীরা নতুন সংসদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান বর্জন করে এখন উদ্বোধন বয়কট করেছে। তিনি যখন মোদী সরকারের প্রতিটি উদ্যোগের কৃতিত্ব নিতে ব্যর্থ হন না, তখন তিনি নতুন সংসদের ক্ষেত্রেও তাই করতে পারতেন।

রাজ্যের মূলধনী ব্যয় বাড়িয়ে ২২০০ কোটি টাকা করা হয়েছে, নীতি আয়োগকে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। রাজ্য সরকার ২০৪৭ পর্যন্ত রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের রূপরেখা নির্দিষ্ট করে ২০২২ সালের ২১ জানুয়ারি পূর্নরাজ্য দিবস উপলক্ষে 'লক্ষ্য-২০৪৭' শীর্ষক ভিশন ডকুমেন্ট প্রকাশ করেছে। রাজ্যে শিল্পের বিকাশে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, রাবার, চা, বাঁশ ভিত্তিক শিল্প, হস্তশিল্প, কৃষি ও উদ্যান ফসল ভিত্তিক অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজেসের (এমএসএমই) ইউনিটগুলিকে রাজ্য সরকার সহায়তা দিচ্ছে।

কেননা এমএসএমই ক্ষেত্রের উন্নয়ন বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যের সম্পসারণে সহায়তা করছে। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অনুপ্রেরণা ও দক্ষ নেতৃত্বে আগামীদিনে ত্রিপুরা বিকাশের পথে আরও এগিয়ে যাবে। আজ নয়াদিল্লিতে নীতি আয়োগের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিবগণ ও নীতি আয়োগের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

নয়াদিল্লীতে নীতি আয়োগের বৈঠকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা। ছবি-পিআইবি।

নীতি আয়োগের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, উল্লিখিত এমএসএমইগুলির জন্য মূলধনী ভর্তুকী, কমখরচে বিদ্যুৎ ইত্যাদি সহায়তাও দেওয়া হচ্ছে 'ত্রিপুরা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন ইনসেনটিভ স্কিম (টি আই আই পি আই এস) ২০২২'-এর অধীনে। ত্রিপুরাকে দেশের মধ্যে আগর বাণিজ্যের হাব হিসেবে গড়ে তুলতে এবং ২০২৫-র মধ্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আর কে পুর থানায় বাইক চুরির মিথ্যা মামলা, গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। ফাইনান্সের টাকা না দেবার জন্য থানায় বাইক চুরির মিথ্যা মামলা করে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হতে হল দুই যুবককে। এরা হল সাগর দাস এবং সাগর মিয়া। ঘটনা উদয়পুর সোনামুড়া এলাকায়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ফাইনান্সের টাকা না দেবার জন্য থানায় বাইক চুরির মিথ্যা মামলা করে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হতে হল দুই যুবককে। এরা হল সাগর দাস এবং সাগর মিয়া।

জানা গেছে গত কয়েক মাস আগে প্রশান্ত দাশ নামে এক যুবক সখ করে ফাইনান্সের মাধ্যমে পালসার বাইক কিনেছিল। পরবর্তী সময়ে এই বাইকটি সাগর দাশের কাছে বিক্রি করে দেয় প্রশান্ত দাশ। বিক্রি করার সময় কথা ছিল ফাইনান্স কম্পানির টাকা চালিয়ে যাবে সাগর। সাগর কিছু দিন পর বাইকটি সোনামুড়া এলাকার সাগর মিয়ার কাছে বিক্রি করে দেয়।

সেদিনই সাগর মিয়া রাধা কিশোর পুর থানায় এসে বাইকটি চুরি হয়েছে বলে থানায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে শুক্রবার গভীর রাতে সোনামুড়া মহকুমার কলমচৌড়া থানার পুলিশের সাহায্যে বাইকটি কে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে। পুলিশ তদন্ত চালিয়ে জানতে পেরেছে যে বাইকটি চুরি যায়নি।

বাইক চুরির মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে সাগর মিয়া। কারন হল ফাইনান্সের টাকা যাতে না দিতে হয়। পুলিশ এই ঘটনায় সাগর দাশ ও সাগর মিয়াকে গ্রেপ্তার করে রাধাকিশোরপুর থানায় নিয়ে আসে। শনিবার সমস্ত ঘটনা জানান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংসদ ভবনে ত্রিপুরার বাঁশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। নতুন সংসদ ভবন বৈচিত্রময় ভারতের এক উজ্জ্বল প্রতিফলন।এর মেঝেতে ব্যবহৃত হয়েছে ত্রিপুরার বাঁশ । নাগপুরের সেগুন কাঠ, মির্জাপুর থেকে কার্পেট এবং রাজস্থানের পাথরে খোদাই করা কারুকার্য সহ বিভিন্ন রাজ্যের ঐতিহ্যের একটি প্রাণবন্ত সংমিশ্রণ। এই সংসদ ভবনটি বিশ্বের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত ভারতবাসীর জন্য অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত বলে তথ্যভিজ্ঞ মহলের দাবি।

প্রসঙ্গত, ভারতের ইতিহাসে ২৮ মে, রবিবার রচিত হতে চলেছে এক নতুন অধ্যায়। ওই দিন নবনির্মিত সংসদ ভবন দেশকে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নতুন এই সংসদ ভবনটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোলানন্দ পল্লীতে দুস্কৃতিদের হামলায় তছনছ বাড়ি গাড়ি, গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার ভোলানন্দ পল্লীতে গতকাল রাতে দুর্বৃত্তরা একটি বাড়িতে হামলা চালিয়ে গাড়ি ভাঙচুর এবং পরিবারের দুজনকে পিটিয়ে জখম করেছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করে কিছু অত্যুৎসাহী লোকজন হামলা হুজ্জতির ঘটনা অব্যাহত রেখেছে। গতকাল রাতেও রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার ভোলা নন্দীপল্লীতে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী একটি বাড়িতে ঢুকে পরিবারের লোকজনদের বেধড়ক মারধর করে। তাতে শাহজাহান মিয়া ও রোপণ মিয়া নামে দুজন আহত হন। পরিবারের মহিলাদেরকেও তারা মারধরের চেষ্টা করে। দুষ্কৃতিকারীরা একটি গাড়ির গ্লাস ভেঙ্গে দিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভোলানন্দ পল্লী এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়। রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে পরিবারের এক যুবতী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্রামগঞ্জে চলন্ত বাস থেকে পড়ে চালকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। চলন্ত গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক বাস গাড়ি চালকের। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ এর ছেচড়ীমাই এলাকায়। শনিবার বিশ্রামগঞ্জ এর ছেচড়ীমাই এলাকায় চলন্ত গাড়ি থেকে নিচে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক চালকের।

জানা যায় ওই গাড়ির চালক গত কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ। অসুস্থতার কারণে সে গাড়ি চালাচ্ছিল না। গাড়ির মালিক নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিল। গাড়ির চালক দরজায় দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছিল। চলন্ত গাড়ি থেকে হঠাৎ নিচে পড়ে যায়। তাতে সে গুরুতরভাবে আহত হয়। তাকে আশঙ্কা জনক অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে জিবি ট্রমা সেন্টারে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। গাড়ি থেকে পরে চালকের মৃত্যুর সং বাদে মোটর শ্রমিকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সোনাপুর টানেলের কাছে ব্যাপক ধস আবদ্ধ হাজারো পণ্য ও যাত্রীবাহী গাড়ি

সোনাপুর, ২৭ মে (হি.স.)।। মেঘালয়ের বুক চিরে ধাবিত গুয়াহাটি-বরাক উপত্যকা ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের সোনাপুরে ব্যাপক ধস নেমেছে। সোনাপুর টানেলের সম্মুখবর্তী জাতীয় সড়কের ওপর পাহাড় থেকে মাটি ধস পড়ায় হাজার হাজার ভারী পণ্যবাহী লরি এবং যাত্রীবাহী ছোট ও বড় গাড়ি রাস্তার দু পাশে আটকে পড়েছে। তবে সৌভাগ্যবলে ভয়াবহ এই বিপর্যয়ে প্রাণহানীর কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ঘটনা আজ শনিবার ভোররাতের দিকে সংঘটিত হয়েছে। গতকাল থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের দরুন মেঘালয়ের সোনাপুর থেকে কাছাড় (অসম) জেলার রাতাছড়া পর্যন্ত আরও কয়েকটি জায়গায় ধস পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। একটি স্থানে ধস পড়ায় দেশের অন্য অংশের সঙ্গে যাতায়াত ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে গেছে বরাক উপত্যার তিন জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি এবং ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মণিপুরের একাংশ। এদিকে মাটির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে চাকমাঘাটে জাতীয় সড়ক অবরোধ ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন চাকমাঘাট ভূমিহীন কলোনির গ্রামবাসীরা। অবশেষে তেলিয়ামুড়া চাকমাঘাট এলাকায় অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। দীর্ঘ দিন যাবৎ সমস্যায় ভুগছেন এলাকাবাসী।

অবশেষে শনিবার সকালে সমস্যার সমাধান না পেয়ে সড়ক অবরোধে বসেন তাঁরা। অবরোধের জেরে যানচলাচল ব্যাহত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ সহ বনদপ্তরের কর্মীরা এবং অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন।বনদপ্তরের কর্মীরা আশ্বাস দিয়েছেন হাতির সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন স্থানীয় মানুষ।

জনৈক অবরোধকারীর অভিযোগ, দীর্ঘ দিন ধরে তেলিয়ামুড়ায় বন্য হাতির উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদিন বন্য হাতির তান্ডব সহ্য করতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। বন্য হাতির তান্ডবে কয়েকজন মারাও গিয়েছেন। তাঁদের আরো অভিযোগ, শুক্রবার গভীর রাতে বন্য হাতি গ্রামে প্রবেশ করে ঘর বাড়ি ভেঙে দিয়েছে। এ-বিষয়ে বনদপ্তরের কর্মীদের একাধিকবার জানানো সত্বেও সমস্যার সমাধানে কেউ কর্ণপাত করেননি। তাই, জনগণ বাধ্য হয়ে শনিবার সকালে তেলিয়ামুড়া চাকমাঘাট এলাকায় অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। এই অবরোধের জেরে রাস্তার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ময়নাতদন্তের পর উধাও চোখ, কাটা রয়েছে গাল

ধর্মনগর হাসপাতালে তীব্র উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। পথ দূর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তির হাসপাতালে ময়না তদন্তের পর একটি চোখ উধাও এবং গাল কাটা অবস্থায় রয়েছে। এমনটাই অভিযোগ তুলে মৃতের পরিবারের সদস্যরা ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে কিছুক্ষনের জন্য হৈচৈ করেছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে ধর্মনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তাঁদের দাবি, মৃতদেহ পুনরায় ময়না তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করুক পুলিশ।

মৃতের পরিবারের জনৈক সদস্য জানিয়েছেন, শুক্রবার বিকালে পানিসাগরে পথ দুর্ঘটনায় সমেশ রায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন। তাঁকে উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পর রাতেই পরিবারের লোকজন তাঁর দেহ হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য পুলিশ ও চিকিৎসকের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু আইনগত কারণে পরিবারের হাতে মৃতদেহ তুলে দেয়নি পুলিশ। পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য ধর্মনগর হাসপাতালের মর্গে মৃতদেহ পাঠিয়েছিল।

তাঁদের অভিযোগ, শনিবার সকালে পরিবারের লোকজন হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ আনতে গিয়েছিল। ময়না তদন্তের পর পরিবারের লোকজন দেখতে পায় মৃতদেহের ডান দিকে একটি চোখ নেই ও গালের বেশ কিছু অংশে মাংস কাটা অবস্থায় রয়েছে। পাশাপাশি সেই জায়গা দিয়ে তাজা রক্তও বের হচ্ছে। এ-বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হলে পুলিশ তাঁদের জানিয়েছে রাতে ময়না তদন্তের পর মৃতদেহের এমন পরিণত হয়েছে। ওই ঘটনায় পরিবারের লোকজন ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে কিছুক্ষনের জন্য হৈচৈ করেছেন। পরিবারের লোকজন ওই ঘটনায় লিখিত ভাবে অভিযোগ জানিয়েছে ধর্মনগর থানায়।

তাঁদের দাবি, সমেশ রায়ের পুনরায় ময়না তদন্ত করা হোক। তাঁদের আরও দাবি, পুলিশ ওই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। পরবর্তীতে পুলিশ মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে।

যুব মোর্চার কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। প্রধানমন্ত্রীর কার্যকালের নয় বছর পূর্তিতে ত্রিপুরায় বিজেপি এক মাস ব্যাপী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে যুব সমাজ ঝাপিয়ে পড়বে। আজ বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে যুব মোর্চার কার্যকারিণী বৈঠকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বললেন যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি নবাদল বনিক।

এদিন নবাদল বনিক বলেন, বিজেপির নিয়ম অনুসারে তিন মাস অন্তর অন্তর কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মূলত, কার্যকারিণী বৈঠকে আগামী দিনে সংগঠনকে মজবুত করার লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে থাকে। এবারের কার্যকারিণী বৈঠকের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। আগামী ৩০ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৯ বছর কার্যকাল সম্পন্ন হবে। এই লক্ষ্যে আগামী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মৌনব্রত ভাঙলেন মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোত

গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবিতে মাঠে নামার নির্দেশ কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। আর অপেক্ষা নয়। ঘরে বসে থাকলে কিছু হবে না। মাঠে নামতে হবে। যারা আমাদের ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আন্দোলন জোরদার করতে হবে। ঠিক এই ভাষাতেই দলের কর্মী সমর্থকদের মাঠে নামার নির্দেশ দিলেন ত্রিপ্রা মথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন।

তার জন্য তিনি দলের প্রত্যেক সংগঠনকে এই আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান রাখেন। গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড ,সাংবিধানিক সমাধান ,ককবরক ভাষাকে রোমান হরফে স্ক্রিপ্ট লেখার স্বীকৃতি প্রদান, ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের ভিলেজ কমিটির নির্বাচন, কাস্টমারি ল বিল, সহ এডিসিকে আর্থ প্রদান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এবার মাঠে নামছে মথা। এতদিন অপেক্ষায় ছিলেন গ্রেটার তিপ্রালান্ড ও সাংবিধানিক সমাধান হয়ে যাবে সেই আশায়। এই আশা যখন ভস্তে গেল এবার আন্দোলন একমাত্র পথ তা বুঝতে পেরে দলীয় কর্মী সমর্থকদের সেই পথে হাঁটার নির্দেশ দিলেন বুবাগ্রা। ২০২৩ এর নির্বাচনের পর থেকে এই বিষয় নিয়ে এতদিন চুপ ছিলেন তিনি।

শেষ পর্যন্ত কোন উপায় না দেখে আন্দোলনের পথে নামার সিদ্ধান্ত নিলেন মথার সুপ্রিমো। এ নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতেও চলছে জোর চর্চা। এদিকে আজ দলের শীর্ষ নেতৃত্বদের নিয়ে রাজবাড়ীর অন্দরমহলে বৈঠক করলেন মাথার সুপ্রিম প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন। বৈঠকে আগামী দিনের আন্দোলনের কর্মসূচি ছাড়াও দলের নিচুস্তর থেকে উচ্চ স্তর পর্যন্ত সংশোধন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিড ডে মিলের খাবার চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে আটক দিদিমণি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। মিড ডে মিলের চাল, ডাল ও ডিম চুরি করতে গিয়ে এলাকাবাসীর হাতে আটক এক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিমণি। ঘটনায় নলছড় বিধানসভা কেন্দ্রের মেলাঘর পঞ্চায়েত পাড়া এলাকায় কিছুটা উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এলাকাবাসীর কাছে ওই দিদিমণি নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছেন।

জনৈক এলাকাবাসী জানিয়েছেন, প্রায় সময় অঙ্গনওয়াড়ি থেকে শিশু খাদ্য চাল, ডাল ও ডিম চুরি করে নিয়ে যেতেন দিদিমণি গীতা দাস। শনিবার সকালেও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের খাদ্য চুরি করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েন তিনি।স্থানীয় মানুষ তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে তিনি চুরির বিষয়টি স্বীকার করেন। পরবর্তী সময়ে নিজের ভুল বুঝতে পেরে এলাকাবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ২২৪ ◻ ২৮ মে ২০২৩ইং ◻ ১৩ জ্যৈষ্ঠ ◻ রবিবার ◻১৪৩০ বঙ্গাব্দ

নীতি আয়োগের বৈঠকে বিরোধী ঐক্য !

নতুন সংসদ ভবনের অনুষ্ঠান বয়কটের পর এবার বিরোধী ঐক্য নীতি আয়োগের বৈঠকে! শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে নীতি আয়োগ কাউন্সিরের বৈঠকে অনুপস্থিত থাকিলেন আট মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপি বিরোধী দলগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের পাশাপাশি ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের বৈঠক এড়াইয়া যাওয়া নিয়া তৈরি হইয়াছে জল্পনা।

নীতি আয়োগ কাউন্সিলের বৈঠক এড়াইয়া যাওয়া নিয়া সাফাইও দিয়াছেন অনুপস্থিত মুখ্যমন্ত্রীরা। স্বাস্থ্যের কারণ দেখাইয়া বৈঠক এড়াইয়া গেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। তবে, অনুপস্থিতি নিয়া নির্দিষ্ট কোনো কারণ জানাননি কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন।

নীতি আয়োগের বৈঠকে তিনি যে উপস্থিত থাকিবেন না তাহা শুক্রবার জানাইয়া দিয়াছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির প্রশাসনিক ক্ষমতা দখলের জন্য মোদী সরকার যে অধ্যাদেশ জারি করিয়াছে, তাহার প্রতিবাদেই বৈঠকে যোগ না দেওয়ার কারণ বলিয়া জানাইয়াছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। কেজরিওয়ালের মতে, দেশের ফেডারেলিজমকে কার্যত তামাশায় পরিণত করিয়াছে মোদী সরকার।পঞ্জাবের সঙ্গে কেন্দ্রের বিমাতৃমূলক আচরণের অভিযোগ করিয়া নীতি কাউন্সিলের বৈঠক বয়কট করিয়া ভগবন্ত মান সরকার। শেষ বৈঠকে পঞ্জাবের কৃষক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জনাইয়াছিলেন মান। সমাধানের আশ্বাস দেওয়া

হইলেও, কেন্দ্রের তরফে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলিয়া দাবি করিয়াছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী।

ভগবন্ত মানের মতে, নীতি আয়োগের বৈঠক নিছক ফটো সেশন ছাড়া কিছুই নয়। পঞ্জাবের সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বৈঠকে যোগ দিয়া কোনও লাভ নাই বলিয়াও জানাইয়াছেন তিনি। সেই সঙ্গে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার রাজনীতির অভিযোগ করিয়া বৈঠক থেকে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রশেখর রাও।সবচেয়ে বেশি জল্পনা তৈরি হইয়াছে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টানায়কের অনুপস্থিতিকে ঘিরিয়া। বিজেপি বিরোধী ২০টির বেশি দল নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কট করিলেও, সেই পথে হাঁটেননি নবীন। ফলে নীতি কাউন্সিলের বৈঠকে তাঁহার অনুপস্থিতি ঘিরিয়া শুরু হইয়াছে কানঘুষো।যদিও পূর্বের নির্ধারিত কাজের জন্য তিনি যোগ দেয়নি বলিয়া ওড়িশা মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বলা হইয়াছে। নীতি বৈঠকে আট মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতি নিয়া মুখ খুলিয়াছেন প্রাক্তন মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ।তাঁহার মতে, বৈঠকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হইয়া থাকে। ৮ মুখ্যমন্ত্রী অনুপস্থিত থেকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মানুষকে বঞ্চিত করিয়াছেন বলিয়া দাবি করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

রক্তের চাহিদা পূরণে পুলিশ কর্মীদের রক্তদান

বাঁকুড়া, ২৭ মে (হি. স.) : গ্রীষ্মে রক্তের যোগান কম থাকায় চাহিদা ওঠে তুঙ্গে।সেই চাহিদা পূরণে এগিয়ে এলেন পুলিশ কর্মীরা। শনিবার সকালে বাঁকুড়া পুলিশ লাইনে জেলা পুলিশ ওয়েলফেয়ার এর উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

১২ জন মহিলা কর্মী সহ ৮১জন পুলিশ কর্মী রক্তদান করেন।অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ দর্জি ,ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির সম্পাদক বিপ্রদাস মিদ্যা ,পৌরপ্রধান অলকা সেন মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।পুলিশ ওয়েলফেয়ারের পক্ষে গৌতম সেন বলেন সামাজিক দায়িত্ব পালনে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন।-বাঁকুড়া ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির সম্পাদক বিপ্রদাস মিদ্যা বলেন এই গ্রীষ্মে রক্তের যোগান কমে যাওয়ায় থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু তাদের পরিবার অসহায় হয়ে পড়েন।তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন আজকের সংগৃহীত রক্ত মুমূর্ষু রোগী ও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের মুখে হাসি ফোটাবে।

চালসায় চা বাগান থেকে পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার

চালসা, ২৭ মে (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের আইভিল চা বাগান থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করা হল। শনিবার চা বাগানের ডাঙ্গি ডিভিশনের ৩৬ বি সেকশন থেকে ওই দেহ উদ্ধার করা হয়। এদিন, বাগানের শ্রমিকরা ওই সেকশনে চা পাতা তোলার কাজ করছিল। সেইসময় তাঁরা চিতাবাঘের দেহ পড়ে থাকতে দেখে। খবর চাউড় হতেই বহু মানুষের ভিড় হয় এলাকায়। বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে খবর দেওয়া হয় খুনিয়া স্কোয়াডে। সেখান থেকে বনকর্মীরা এসে লেপার্ডের দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জার সজল কুমার দে জানান, দেহ ময়নাতদন্তের জন্য গরুমারায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

হাজরায় ছ'জন মন্ত্রীকে নিয়ে পাল্টা সভা করবে তৃণমূলের কর্মী সংগঠন

কলকাতা, ২৭ মে (হি. স.) : ডিএ-র দাবিতে আন্দোলনরত সরকারি কর্মচারীদের প্রতিপক্ষ হিসাবে সভা ডাকল তৃণমূলের কর্মচারী ফেডারেশন। এই সভা হবে মুখ্যমন্ত্রীর পাড়া তথা তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরের অন্তর্গত হাজরা মোড়ে। তাতে হাজির থাকবেন রাজ্যের ছয় মন্ত্রী-সহ তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী।

আগামী শনিবার, ৩ জুন হাজরা মোড়ে সভাটি হবে। বকেয়া ডিএ-র দাবিতে আন্দোলনরত সরকারি কর্মচারীরা যে ভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসবাসের এলাকাকে তাঁদের আন্দোলন, সভা, মিছিলের 'লক্ষ্য' হিসাবে বেছে নিয়েছেন, শাসকদলের অনুগামী কর্মচারীদের সভা তারই 'পাল্টা' বলে তৃণমূল সূত্রের খবর। যদিও প্রকাশ্যে এমন কিছু সংগঠন বা দলের তরফে বলা হচ্ছে না।

সাধারণত শাসকদলের অনুগামী সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন প্রকাশ্যে এমন সভা করে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিরোধী সংগঠনগুলিকে 'জবাব' দেওয়ার দায় রয়েছে তাদের। গত কয়েক মাস যাবৎ বকেয়া মহার্ঘ ভাতার (ডিএ) দাবিতে বিভিন্ন সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন করে চলেছে।

গত ৬ মে হাজরা মোড়ে আয়োজিত সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সভায় রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের হয়ে সওয়াল করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান। বকেয়া ডিএ-র দাবিতে সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন 'যুক্তিযুক্ত' বলে মমতার সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন এই দুই নেতা। পাশাপাশি, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে মিছিল করেছিল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। শান্তিরক্ষা-সহ কিছু শর্তে হরিশ মুখার্জি রোড ধরে সেই মিছিলের অনুমতি দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। তাই 'পাল্টা সভা' করে তাদের জবাব দিতে চাইছে তৃণমূলের সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন।

ইউক্রেন যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ন্যায়সঙ্গত না হলেও সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত

ড. কুমারেশ চক্রবর্তী

রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ৪৪৪ দিন অতিক্রান্ত হল। এত দীর্ঘদিন ধরে চলা যুদ্ধ সাম্প্রতিককালে নজিরবিহীন। বিশেষ করে ইউরোপের বুকে এই যুদ্ধ অকল্পনীয়! কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে পশ্চিমের যুদ্ধবাদী রাষ্ট্রনায়করা সর্বদাই এশিয়ার বুকে কিংবা লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা এক কথায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করতে সচেষ্ট ছিল। এই প্রথম বলতে গেলে ইউরোপের বুকে চলছে যুদ্ধ। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বর্ষপূর্তি দিনেই অনেকগুলি ঘটনা ঘটল, রাষ্ট্রসংঘে ইউক্রেন একটা প্রস্তাব নিয়ে এলো, প্রস্তাবে বলা হলো, রাশিয়াকে অবিলমে ইউক্রেন থেকে সমস্ত সৈন্য প্রত্যাহার করে নিতে হবে। এই প্রস্তাবে ভারত ভোটদানে বিরত থাকল। যদিও ভারতের সঙ্গে চিন সহ প্রায় ৩২টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত ছিল। তবে প্রস্তাবের পক্ষে ১৪১, বিপক্ষে ভোট দিলেন সাতটি দেশ। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রুচিরা কম্বোজ ভারতের নীতি ব্যাখ্যা করে বললেন, "এখন যুদ্ধের সময় নয়! ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে কথাটা বারবার পুতিন এবং অন্যদের বলেছেন, সেই কথাটি পুনরাবৃত্তি করে রুচিতা বললেন, আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে যুদ্ধের মীমাংসা হতে পারে। তাই দুই পক্ষকেই আমরা অনুরোধ করব আপনারা শর্তহীনভাবে আলোচনার টেবিলে আসুন। চিনের যুদ্ধের নিন্দাও করেছে। ভারত গত এক বছর ধরেই ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেই চলেছে। সুতরাং ভারতের অবস্থানে বিস্ময় কিছু নেই, কিন্তু চিনের এই আচরণ একটু অন্যরকম লাগে! কারণ চিন অধিকাংশ সময়েই এই ধরনের প্রস্তাবে রাশিয়ার পক্ষেই ভোট দিয়েছে। প্রথমদিকের প্রায় সব প্রস্তাবেই ভারত বিরত থেকেছে, একটি-দুটি প্রস্তাব ব্যতিক্রম, সেগুলি মানবিক দিক থেকে সমর্থনযোগ্য তাই ভারত সেই রুশবিরোধী প্রস্তাবে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু চিনের এই পরিবর্তন কেন? কিছুটা চাপে পড়েই চিন এটা করেছে! সামনেই জি-টোয়েন্টি সম্মেলন। চিন চায় না এই সম্মেলনে একঘরে হয়ে যেতে, তাই সে ভোট দানে বিরত থেকেছে। তবে এর পিছনে আসল কারণ বাণিজ্যিক। গত প্রায় দু'বছর চিনের অকল্পনীয় করোনা মহামারীর ফলে তার অর্থনীতি প্রচণ্ডভাবে ধাকা খেয়েছে। তাই সে নতুন করে আর বাণিজ্যিক লোকসান করতে চাইছে না। কারণ ইউক্রেনের সঙ্গে অনেকগুলি বিষয়ে তার বাণিজ্যিক সম্পর্ক চলছে। ভারতের নিরপেক্ষতায় সারা বিশ্ব বিশেষ করে পশ্চিমের দুনিয়া ভারতের উপর প্রচণ্ড খাপ্পা। তারা মনে করছে ভারত এক আদর্শহীন, নীতিহীন কৌশল অবলম্বন করেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে ভারতের এই কৌশল অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অনেকগুলোর তত্ত্ব আছে যার একটি রিয়ালিস্টিক থিওরি বা বাস্তববাদী তত্ত্ব। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই তত্ত্বকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ময়দানে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করলেন, অবশ্য এর প্রধান কৃতিত্ব তার পরাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শংকরের। তবে এটাও সত্য, প্রধানমনতন্ত্রী তাঁকে স্বাধীনতার এবং ক্ষমতা প্রদান করেছেন বলেই জয়শঙ্করের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত অটল থাকা সম্ভব হয়েছে। গত ৭০ বছরের ইতিহাসেও ভারতের এমন বাস্তব কৌশল আমরা দেখিনি। এর আগে তথাকথিত নীতি- আদর্শের নামে জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে অন্য দেশকে সমর্থন করে গেছে ভারত। যেমন আরব, ইসরায়েল যুদ্ধে ভারত গত ৭৫ বছর ধরে প্যালেস্টাইন তথা আরব দুনিয়াকে সমর্থন করেছে, ইসরায়েলের বিরোধিতা করেছে। অথচ আরব রাষ্ট্রগুলি প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করেছে। পাকিস্তান এবং চিনের প্ররোচনায় তারা বারবার কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলে ভারতকে একঘরে করার চেষ্টা করেছে, অথচ ভারত নিজের স্বার্থ না দেখে আরব মুসলিম রাষ্ট্রগুলি সমর্থন করে এনে সছে, আজও করছে। নেহরু থেকে শুরু করে অটলবিহারী বাজপেয়ী সহ মনমোহন সিং পর্যন্ত অধিকাংশ প্রধানমন্ত্রী তাদের বৈদেশিক নীতিকে মূলত নীতি-আদর্শকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, ব্যতিক্রম ইন্দিরা গান্ধি। তন্বগতভাবে ভারতের একজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিরকালই ছিলেন আজও আছেন। কিন্তু এটাই বাস্তব যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছানুসারেই বৈদেশিক নীতি নির্ধারিত এবং রূপায়িত হয়। মোদির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে ভারতের সৌভাগ্য যে মোদি তীর এই দ্বিতীয় জমানায় একজন যোগ্য বিদেশমন্ত্রীকে পেয়েছেন, তিনি জয়শংকর। অত্যন্ত যোগ্য দক্ষ কুটনীতিবিদ। বেশি কথা বলেন না,উল্টোপাল্টা বিবৃতি দেন না কিংবা ঘন ঘন সাংবাদিক সম্মেলন করেন না। মূলত নীরবে নিখুঁতভাবে কাজ করে যাওয়াই তাঁর কাজের বৈশিষ্ট্য। এর আগেও তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মাত্র কয়েক মাস আগে চিনে ব্রিকস সম্মেলনে পাকিস্তান ঢোকার চেষ্টা করেছিল, তাও শুধুমাত্র পরিদর্শক হিসেবে কিন্তু ভারতের প্রতিবাদে চিন পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ করেনি। এটাও জয়শঙ্করের একটা সাফল্যের মাইলস্টোন। এবার দেখা যাক ২৪ ফেব্রুয়ারি কী ঘটল অর্থাৎ ইউক্রেন যুদ্ধের বর্ষপূর্তি সারা বিশ্বজুড়ে কে কীভাবে পালন করল। প্রথমে সকলের নজর কেড়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন। তিনি একেবরে গোপনে একটা সামরিক বিমানে ইউক্রেনে হাজির হয়ে প্রেসিডেন্ট জেলনস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রচুর পরিমাণে অর্থ সহ সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে সঙ্গে সঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন দেয় অর্থাৎ আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে যে পরমাণু চুক্তি ছিল তাকে স্থগিত করেন। সেইদিন সকালে সরকারি কাজ শুরু করার আগে পুতিন যুদ্ধে নিহত স্মৃতিসৌধে ফুল দেন এবং প্রেস সারম্যাট ইন্টার কন্টিনেন্টাল বালিশটিক প্রস্তুত হয়ে গেছে। পশ্চিমের সামরিক বিশেষজ্ঞরা একে সমুদ্রের তলা দিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা তীরা করে রেখেছেন। প্রেসিডেন্ট পুতিন জানিয়েছেন, তারা পরমাণু আস্ত্রের সার্বিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করে রেখেছেন। পশ্চিমী দুনিয়ার কাছে যা চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। লন্ডনে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক যুদ্ধে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী পত্নী অক্ষতা মূর্তি, ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত ও কিছু ইউক্রেনীয় সোনা। বিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস ইউক্রেনবাসীর উদ্দেশে বলেছেন, 'যুগান্তকারী সাহস ও সহনশীলতার জন্য ইউক্রেনের মানুষ ও যোদ্ধার উহাদরণ হয়ে থাকবে।

পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন তাঁরা ইউক্রেনকে সাতটি পিটি-৯১ ট্যাঙ্ক পাঠাচ্ছেন, সুইডেন দিচ্ছে দশটি লেপার্ড টি বি এবং অ্যান্টি এয়ার সিস্টেম। এছাড়া জার্মান সহ অন্যান্য রাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণে সাহায্যের ঘোষণা করেছেন। জি- ৭ গোষ্ঠী এক ভার্চুয়াল বৈঠকে নতুন করে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন এবং ২০০ ব্যক্তি ও সংস্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যারা অপ্রত্যক্ষভাবে রাশিয়াকে অস্ত্র এবং অর্থ যোগান দিয়ে থাকে। ফ্রান্স ইউক্রেনকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ এবং যুদ্ধবিমান দিয়ে সাহায্য করবে ৭ বলে ঘোষণা করেছে, তাছাড়া প্যারিসের আইফেল টাওয়ার ইউক্রেনের জাতীয় পতাকার রঙে রাঙানো হয়েছিল, যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। অর্থাৎ কেক কাটা ছাড়া সব হয়েছে! কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের কোনও ভক্ত যদি হঠাৎ প্রশ্ন করে, যুদ্ধ করে কিবা পেলি বল? দুই দেশের লক্ষাধিক মানুষ মারা গেছেন, রাশিয়ার প্রায় সত্তর হাজার সেনা মারা গেছে, সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে ইউক্রেনে, সেখানে শিশু-মহিলা সহ প্রায় ৪০ ও পুলিশ মারা গেছেন, কয়েক লক্ষ কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। ইউক্রেনের কয়েক লক্ষ নরনারী অন্য দেশে গিয়ে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতের এই নিরপেক্ষ কৌশল কি সত্যিই নীতিহীন, আদর্শহীন, মানবিকতা বিরোধী? বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে বলব যে, মোটেই তা নয়, বরং এটাই সঠিক কৌশল, কারণ আমরা যদি রাশিয়ার বিরোধিতা করে আমেরিকার পক্ষে যেতাম, তাহলে আমেরিকা আমাদের একটু পিঠ চাপড়ে দিত। হয়তো একটা শান্তির নোবেল পুরস্কারও দিয়ে দিত। কিন্তু তার ফলে আমাদের পুরনো বন্ধু যে চিরকাল আমাদের সঙ্গে থেকেছে, সেইপুরনো পরীক্ষিত বন্ধু। আমেরিকা চিরকাল তাদের সুযোগ-সুবিধা অনুসারেই আমাদের সাহায্য করেছে। প্রত্যেকটা যুদ্ধে আমেরিকা ও চিন পাকিস্তানকে সাহায্য করেছে। এমনকি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পাশে দাড়িয়েছে চিন, যায়নি, সে নিরপেক্ষ থেকেছে। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রাশিয়া ভারতকে সস্তায় প্রচুর পরিমাণে তেল সরবরাহ করছে, এত তেল ভারত কখনও পায়নি। বলা যেতে পারে, ভবিষ্যতের জন্য এই তেল হবে ভারতের সম্পদ। (এত তেল আসা এবং থাকা সত্ত্বেও ভারতে কিন্তু পেট্রোলের দাম কমছে না।) প্রভৃতি দখল করে রেখেছিল। এগুলি কি নীতিসম্মত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি?

যুদ্ধের সর্বশেষ বড় খবর, ইউক্রেন বাহিনীর হাতে গত কুড়ি এবং ২১ মার্চ মাত্র দু'দিনে ১১০০ রুশ সেনা নিহত হয়েছে, অপরদিকে রাশিয়ার দাবি, ওই দু'দিনে ২২০ জন ইউক্রেনীয় সেনাকে হত্যা করা হয়েছে। তাছাড়া এপ্রিলের ২৬ এবং ২৮ দু'দিন রাশিয়া ইউক্রেনের উপর বড় রকমের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে, প্রথম দিনে একটি অ্যাপার্টমেন্টের আট জন নিহত ১৪ জন আহত হয়েছে, যার মধ্যে বেশ কয়েকজন শিশু ও মহিলা আছে। ২৮ এপ্রিল কিভ সহ বিভিন্ন এলাকায় রুশ বাহিনীর বোমা বর্ষণে প্রায় ৩০ জন নিহত হয়েছেন। এর পাল্টা হিসেবে ইউক্রেন বাহিনী রুশ অধিকৃত ক্রাইমিয়ার একটি বিশাল তৈল ভাগডারে ড্রোন হানায় ধ্বংস করে দিয়েছে। শি জিন পিং রাশিয়া সফর করে গেছেন, অপরদিকে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন শীঘ্রই ভারতে আসছেন।

সুদীর্ঘ ৫০ বছর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পড়ুয়া এবং গবেষক হিসেবে বলতে পারি, ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে বিশ্বযুদ্ধ বীধবে না। কারণ কোনও মহাশক্তিধর রাষ্ট্র এই ঝুঁকি নেবে না। তথাপি এই যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। কারণ রুশ আক্রমণে ইউক্রেনের স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল এবং সাধারণ নাগরিকদের জীবন ও বাড়িঘর, শপিং মল, কলকারখানা সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই এই রক্তক্ষয়ী জীবনদায়ী যুদ্ধ অবিলন্দে বন্ধ হওয়া উচিত।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

দেশ বিভাগের অভিজ্ঞতা ও জাতীয় ইতিহাস রচনার সমস্যা

আহমেদ কামাল

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে পাকিস্তানের জন্ম হয় এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বাংলা প্রদেশকে ভাগ করা হয়। এই দ্বিখণ্ডিত প্রদেশটির পূর্বাংশ পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত হয়। ব্রিটিশরাজের কাছ থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি বা ভারতবিভক্তি, যা-ই বলা হোক না কেন, সম্ভবত এটিই হলো দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বাঁক। যেহেতু ঐতিহাসিক ঘটনার সূচনামুহূর্ত এবং সমাপ্তির কোনো নির্দিষ্টতা নেই, কাজেই এসবের সঠিক দিনক্ষণ শনাক্ত করাও অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। দেশ বিভাগ মানুষের স্মৃতিতে এখনো বেঁচে আছে যতটা না ঐতিহাসিক নথিপত্রের মাধ্যমে, তার চেয়ে অনেক বেশি দেশ বিভাগের কারণে বিপর্যস্ত সেই সব ভুক্তভোগী পরিবারের বারবার কথিত বাস্তব জীবনকাহিনির আলাপচারিতায়। পূর্বপুরুষের ভিটা দেখতে গিয়ে প্রতিবারই এসব মানুষের মনে জেগে ওঠে দেশ বিভাগের স্মৃতি।

আমাদের অনেকেরই হয়তো সিপিএমের পশ্চিমবঙ্গীয় চিফ মিনিস্টার জ্যোতি বসু ও তাঁর স্ত্রীর বৃহত্তর ঢাকা জেলায় তাঁদের পৈতৃক নিবাসে বাংলা ভাগের পর প্রথম আগমনের কথা স্মরণে আছে। বসু পরিবারের দেশের মাটি ছোঁয়ার সময়কার আবেগময় প্রতিক্রিয়ার কথা সেই সময় একটি সাপ্তাহিকী অত্যন্ত অনুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেছিল। এমনকি যেখানে একসময় তাঁর শ্বশুরকুলের পূর্বপুরুষেরা তাঁদের দৈনন্দিন পূজা-আচার সম্পন্ন করতেন, সেই পরিত্যক্ত মন্দির থেকে জ্যোতি বসুর স্ত্রী দেশে ফিরে যাওয়ার সময় স্মৃতিস্বরূপ এক মুঠো মাটি নিয়ে গিয়েছিলেন। পূর্বপুরুষের এই নিবাস-দর্শনকে ঘিরে তাঁর মধ্যে বহু সংবেদনশীল অনুভূতির জন্ম হয়েছিল এবং তাঁর এই অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ছিল একান্তই ধর্মীয়। পূর্বপুরুষের ভিটার মাটি তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল পবিত্র। সেই সাপ্তাহিকীর একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল সম্পাদকের কাছে লেখা একটা চিঠি। সেখানে বর্ণিত হয়েছিল বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী একটি জেলা সাতক্ষীরার একটি ঘটনা। এই ঘটনা চিঠির লেখককে অত্যন্ত বিস্মিত করেছিল। একবার তিনি দেখেছিলেন যে ওখানকার একটি ব্যাংকে ঢোকার সময় একজন শ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ মুসলমান জুতা খুলে ঢুকছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্যাংকটি অবস্থিত ছিল ওই এলাকার এক হিন্দু জমিদারের পরিত্যক্ত ভবনে। কৌতূহলবশত পত্রলেখক বৃদ্ধকে তাঁর এ রকম আচরণের কারণ জিজ্ঞেস করেন। প্রতি-উত্তরে বৃদ্ধ লোকটি বলেন, 'এই বাড়ি আমাদের জমিদারের। আমরা জুতা পায়ে কখনো এর চত্বরে প্রবেশ করিনি। যদিও তাঁরা বহুদিন হলো এ দেশ ছেড়ে চলে গেছেন, তবু আমি আগের মতোই এই বাড়ির প্রতি আমার সম্মান প্রদর্শন বজায় রেখেছি।' এভাবে প্রজা ও জমিদারের মধ্যকার ক্ষমতার সম্পর্কের স্মৃতির মধ্য দিয়ে দেশ বিভাগের চিহ্ন রয়ে গিয়েছে। দেশ বিভাগবহুজনের দৃষ্টিকোণ থেকে হলো ছেলেবেলার গল্প'আমার গ্রাম, আমার শিশুকাল, আমার সন্তানের জন্মের সময়'। দেশ বিভাগ নির্দধায় দুই বাংলার বেশির ভাগ মানুষের জীবন-ইতিহাস নির্মাণে একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ। 'দেশভাগের সময়' বা 'পাকিস্তানের বছর' প্রভৃতি হলো লোকমুখে দেশ বিভাগের প্রচলিত অভিব্যক্তি।

'দেশ বিভাগ' সরকারি ইতিহাসে আলোচিত হয়েছে সাংবিধানিক ইতিহাসের পরিভাষায়, নতুন সৃষ্ট দুই রাষ্ট্রের মধ্যকার বিতর্ক; নেহরু, গান্ধী ও জিন্নাহর মধ্যকার সমঝোতা ও বিরোধিতা; কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান বিভাজন প্রভৃতিতে। অথচ সীমান্তের দুই পারের বাসিন্দা সাধারণ মানুষের জীবনের বিপর্যয় ও অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরার সে রকম কোনো চেষ্টাই নেওয়া হয়নি। মনে রাখা দরকার, ভারতের বিভক্তিকরণ শুধু একটি সাংবিধানিক দেশবিভক্তিতেই নিষ্পত্তি হয়নি, বরং বহু ক্ষেত্রেই তা ছিল অসংখ্য ঘরগেরস্তালি, পরিবার ও মানুষের জীবনের মর্মান্তিক ব্যবচ্ছেদ। জ্ঞান পাণ্ডের মন্তব্য অনুযায়ী, ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় দেশবিভক্তির অবস্থান স্ববিরোধী। একদিকে জাতীয়তাবাদী এবং পেশাদার ঐতিহাসিকদের চেতনাবোধে দেশভাগ অনেকখানি আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এর মূল কারণটি খুবই স্পষ্ট। এই উপমহাদেশের ইতিহাসে ভারতবিভক্তিকে বলা চলে বিশ শতকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্বাভাবিকভাবেই 'সাম্প্রদায়িকতা'র ইতিহাসবেত্তারা অর্থাতউনিশ ও বিশ শতকের হিন্দু ও মুসলিম রাজনীতির ইতিহাস-রচয়িতারা এমনভাবে ইতিহাস লিখেছেন যে মনে হয় সবটাই যেন দেশবিভক্তির পূর্ব ইতিহাস। এর একই সমান্তরালে ভারতীয় জাতি ও তার জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের জন্য 'ভারতের সরকারি ইতিহাস ছিল অন্যতম সংকটের বিষয়'। এটি ছিল দেশভাগের ঘটনাবলির আড়ালে ঢাকা পড়া এক ষড়যন্ত্রের ইতিহাস, ভবিষ্যতের জাতির জন্য যেখানে রয়ে গেছে বহু শিক্ষণীয় বিষয়। এই ইতিহাস কখনোই সেই সব মানুষের জীবন আর অভিজ্ঞতার কথা ধরে রাখেনি, যাঁরা সেই সংকটকাল পাড়ি দিয়েছেন; এই ইতিহাস লেখেনি কীভাবে চল্লিশের দশকের ঘটনাপ্রবাহ তাঁদের মনে ছাপ ফেলেছে; উল্লেখ করেনি এই গণমানুষের পরিচিতির সংকট আর অনিশ্চয়তার কথা, যা দেশভাগের কারণেই তাঁদের জীবনে সৃষ্ট বা আরোপিত। সুমিত সরকার লিখেছেন, শুধু ব্রিটিশ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গেই রয়েছে এক বিশাল পরিমাণ নথিপত্র, যার চূড়ান্ত পরিণতি হলো এমন এক স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, যা ছিল পক্ষান্তরে এক ট্র্যাজিক দেশ বিভাগ।

মাতৃভূমি থেকে উতাত হওয়ার বাস্তবতা, উদ্বাস্তু সহস্র

ভাঙ্গা এইচএস স্কুলের সদ্য বরখাস্ত অধ্যক্ষ আসার উদ্দিনকে গ্রেফতারের দাবিতে করিমগঞ্জে উত্তাল আন্দোলন এবিভিপি-র

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ মে (হি.স.) : নাবালিকা ছাত্রীর যৌন নির্যাতনের অভিযোগে অভিযু করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের সদ্য বরখাস্ত অধ্যক্ষ আসার উদ্দিনকে গ্রেফতারের দাবিতে উত্তাল আন্দোলন সংগঠিত করছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)।

নিজের স্কুলের নাবালিকা ছাত্রীর যৌন নির্যাতনের অভিযোগে অভিযু সদ্য প্রাক্তন অধ্যক্ষ আসার উদ্দিনকে গ্রেফতারের দাবিতে করিমগঞ্জে ধরনা-বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। আজ শনিবার ফের সরগরম হয়ে উঠেছে জেলা সদর শহর করিমগঞ্জ। প্রতিবাদ সাব্যস্ত করতে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক হতে হয়েছে দুই ছাত্র নেতাকে। এদিন দুপুরে করিমগঞ্জ কলেজের সামনে সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ গড়ে তুলে ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। হাতে হাতে প্ল্যা-কার্ড নিয়ে প্রতিবাদী স্লোগানে আন্দোলনকারীরা এলাকার পরিবেশ উত্তাল করে তুলেন। ঘটনার দশ দিন অতিবাহিত হলেও কেন মুক্ত আকাশের নীচে অভিযুক্ত শিক্ষক? পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা-ই বা-কী, কী কারণে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না? ইত্যাদি বহু প্রশ্ন তুলে সড়ক অবরোধ করে এলাকা সরগরম করে তুলেন ছাত্র সংগঠনের নেতা-সদস্যরা।

এদিকে করিমগঞ্জ কলেজের সামনে হঠাৎ করে ছাত্র নেতারা অবরোধ গড়ে তোলায় শহর জুড়ে সৃষ্টি হয় যানজটের। খবর পেয়ে ছুটে আসেন সদর থানার পুলিশ কর্মীরা। ছাত্র নেতাদের সঙ্গে পুলিশ আধিকারিকদের উষ্ণ বাক্য বিনিময়ের দরুন পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রশাসনকে ৭২ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছিল, পুলিশ সুপারকে স্মারকপত্র প্রদান করা হয়েছে। এর পরও কেন আসামি পলাতক? এ ধরনের নানা প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি পুলিশ অফিসাররা।

শেষে সদর ওসি ভবেশ দিহিঙ্গিয়ার হস্তক্ষেপে ঘণ্টা-খানেক পর অবরোধ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়, পুলিশ প্রশাসনের প্রতি তাঁদের ভরসা রয়েছে। তাই তাঁরা আপাতত অবরোধ প্রত্যাহার করেছেন। তবে শীঘ্রই অভিযুক্তকে গ্রেফতার না করা হলে ব্যাপক তীব্র হবে তাঁদের আন্দোলন।

এদিকে ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে অবরোধ প্রত্যাহার করার পর সদর ডিএসপি ছুটে এসে দুই ছাত্র নেতা রোহিত দাস এবং সম্রাট দাস পুরকায়স্থকে আটক করে থানায় নিয়ে গেলে ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। তবে আধঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

এবিভিপির অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসন তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। অকথ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন খোদ সদর ডিএসপি। দুজনকে আটক করে নিয়ে গেলে চাপে পড়ে তাঁদের মুক্ত করে দেওয়া হয়। তাঁরা বলেন, আসামিকে ধরতে ব্যর্থ প্রশাসন, আর প্রতিবাদ করতে গেলে প্রতিবাদকারীদের পুলিশ আটক করে। এ কেমন প্রশাসন?

রোড শো করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ মে (হি.স.) : আজ শনিবার বাড়তি নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়েছে অভিষেকের কর্মসূচি উপলক্ষ্যে। রয়েছেন উচ্চ পদস্থ পুলিশ আধিকারিকরাও। খেমাশুলি দিয়ে এদিন কেশিয়াড়ি হয়ে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে খড়গপুরে প্রবেশ করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের ধর্মা-কেরানিচটি হয়ে তিনি শালবনিতে যাচ্ছেন। আজ দুপুরে শালবনিতে অধিবেশন। শালবনি স্টেডিয়ামে রাত্রিবাস করবেন তিনি। নবজোয়ার কর্মসূচিতে আজ শালবনিতে বক্তব্য রাখবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামীকাল রবিবার ঘাটালে কর্মসূচি আছে অভিষেকের।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শালবনি'র কর্মসূচি'র পরে রাতে ফিরবেন মেদিনীপুর সার্কিট হাউসে। পরের দিন কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবেন তিনি।

প্রসঙ্গত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে হামলা হয়েছিল গত শুক্রবার। সেই ঘটনায় আটক ৪ জন। অন্যদিকে আজ অভিষেক কর্মসূচিতে বিক্ষোভের পরিকল্পনা থাকার অভিযোগে খেমাশুলি থেকে ৩ জনকে আটক করে খড়গপুর লোকাল থানার পুলিশ। এরপরে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী রোড শো করেন অভিষেক।

বিপুল পরিমাণ মাদকসহ সাত পাচারকারীকে গ্রেফতার করল এসটিএফ

কলকাতা, ২৭ মে (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) বিপুল পরিমাণ মাদকসহ উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের দুটি ভিন্ন এলাকা থেকে সাত মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। শনিবার সকালে এসটিএফের এসপি আইপিএস ইন্দ্রজিৎ বসু এই তথ্য দিয়েছেন।

তিনি বলেন, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকার আমবাড়ি ক্যানাল রোড এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। সেই সময় উত্তরপ্রদেশ নম্বরের একটি ১০ চাকার ট্রাক সেখানে পৌঁছানোর সাথে সাথে গাড়িটিকে ঘিরে ফেলা হয় এবং থামানো হয়। তল্লাশি করে কেবিনের ভেতর লুকিয়ে রাখা ৫৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। গাড়ির চালক ও হেলপার দুজনকেই আটক করা হয়েছে। তারা হলেন উত্তরপ্রদেশের মৌ জেলার অন্তর্গত কোপাগঞ্জের রাজেশ যাদব (৫৪) এবং বিহারের রোহতাস জেলার অন্তর্গত করঘরের রাজেশ কুমার (২৪)।

এর পরে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত কাজীপাড়া এলাকায় সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে, শুক্রবার সন্ধ্যায় ১৪ চাকার একটি ট্রাক থামানো হয়। ট্রাকটি ওডিশা থেকে আসছিল। তল্লাশি করে তার মধ্যে থেকে ৫৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। গাড়িতে থাকা পাঁচ যাত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের সকলের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

পুতিনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন লুলা

ব্রাসিলিয়া, ২৭ মে (হি. স.) : রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা ডা সিলভাকে সেন্ট পিটার্সবার্গ সফরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। লুলা সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। পুতিনের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপকালে শুক্রবার তিনি এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন বলে খবর।

আগামী ১৪-১৭ জুন সেন্ট পিটার্সবার্গে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ফোরামের সম্মেলন হওয়ার কথা রয়েছে। এ সম্মেলনে অংশ নিতে লুলাকে আমন্ত্রণ জানান পুতিন। সেন্ট পিটার্সবার্গে যাওয়ার আমন্ত্রণের জন্য লুলা টুইটারে পুতিনকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, 'এ মুহূর্তে আমার পক্ষে রাশিয়া সফর সম্ভব নয়।' তবে শান্তির জন্য সংঘাত নিয়ে কথা বলতে চিন, ইন্দোনেশিয়া ও ভারতের পাশাপাশি ব্রাজিলের থাকার কথাও তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন।

প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগে লুলা ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদমির জেলেনস্কির মধ্যে বাকবিতণ্ডায় জড়ান এবং জাপানে জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে তাদের পরিকল্পিত বৈঠক বাতিল হয়।

এদিকে, গত বছর লুলা বলেছিলেন, যুদ্ধের জন্য পুতিনের পাশাপাশি জেলেনস্কিও দায়ী। তবে এ মন্তব্যের জন্যে তিনি তীব্রভাবে সমালোচিত হন। উল্লেখ্য, গত বছর ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া ইউক্রেনের ওপর হামলা চালায়। এর পর থেকে উভয়পক্ষে যুদ্ধ চলমান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে লুলা বলেন, উভয়েই নিশ্চিত যে, তারা যুদ্ধে জয়ী হতে চলেছে।

সতর্ক পুলিশ, কড়া নিরাপত্তায় পশ্চিম মেদিনীপুরে অভিষেকের সভা

কলকাতা, ২৭ মে (হি.স.) : জঙ্গলমহল সফর শেষে কড়া নিরাপত্তায় পশ্চিম মেদিনীপুরে জেলা সফরে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে নব জোয়ারে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর গতকালের ঘটনার পর এবার আরও সতর্ক মেদিনীপুর পুলিশ প্রশাসন। নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে অভিষেকের সভাস্থল ।

এলাকার একাধিক মোড়ে পুলিশের জোর টহলদারি চলছে ।

জানা গিয়েছে, গতকালের ঘটনায় চারজনকে এখনও পর্যন্ত আটক করেছে পুলিশ । ধৃতদের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, প্রাণ নাশের চেষ্টা-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে । শুক্রবার এই বিক্ষোভের সময় কুড়মিদের ছোড়া পাথরে মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদার গাড়ির কাচ ভাঙে । ঘটনায় মন্ত্রীর গাড়িতে ভাঙচুর চালানো অর্থাৎ সরকারি সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগে পিডিপিপি ধারায় মামলা রুজু হয়েছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। একইসঙ্গে খুনের চেষ্টার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারায় মামলা করা হয়েছে। এটি জামিন অযোগ্য। পাশাপাশি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে মন্ত্রী বীরবাহার তরফ থেকেও।

উল্লেখ্য, পরিকল্পনা অনুয়ায়ী তিন দিনের জেলা সফরে মেদিনীপুরে এসেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । শনিবার খড়গপুর চৌরঙ্গীতে নব জোয়ার কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছিল । এরপরই মেদিনীপুর শহরের ধর্মা থেকে কেরানিচটি পর্যন্ত একটি রোড শো হওয়ার কথা ছিল। শুক্রবার সন্ধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয় এবং মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ঘটনাস্থল থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমস্ত বিষয়টি ফোনে জানান অভিষেক । যদিও তারপর লোধাশূলি দিয়ে ৩ কিলো মিটার হেঁটে গিয়েছিলেন অভিষেক ।

অসম : দুধনৈয়ে মুখোমুখি যাত্রীবাহী বাস এবং পিকআপ ভ্যান, আহত বহু

গোয়ালপাড়া (অসম), ২৭ মে (হি.স.) : গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত দুধনৈয়ের ডাব্লি এলাকায় যাত্রীবাহী একটি আল্ট্রা বাস এবং পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা আশংকাজনক বলে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে। জানা গেছে, আজ শনিবার সকালে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে গোয়ালপাড়া থেকে যাত্রী বোঝাই করে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল এএস ১৭ বি ৬৮৯৮ নম্বরের আল্ট্রা বাস। কিন্তু দুধনৈয়ের ডাব্লি এলাকায় কৃষ্ণাই অভিমুখী এএস ০১ এমসি ৮২৫২ নম্বরের একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। প্রচণ্ড সংঘর্ষে বাস এবং পিকআপ ভ্যান জাতীয় সড়ক থেকে পাশের খাদে গিয়ে পড়ে যায়। পিকআপ ভ্যানটি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। এদিকে চিড়ে-চ্যাপটা পিসআপ ভ্যানের চালক গাড়ির ভিতরে চাপা পড়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েন।

ঘটনার পর স্থানীয় জনতা ছুটে গিয়ে পিকআপ ভ্যানের চালককে ভিতর থেকে বের করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ইত্যবসরে খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। তাঁরা স্থানীয়দের সহযোগিতায় পিকআপ ভ্যানের ক্যাবিন কেটে চালককে উদ্ধার করে ১০৮ অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে গোয়ালপাড়ায় সরকারি হাসপাতালে পাঠান। গুরুতরভাবে আহত পিকআপ ভ্যানের চালককে কৃষ্ণাই রামপুরের নুর আলম (৩২) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় আল্লা বাসের আহত ১৫ জন যাত্রীকে কৃষ্ণাই সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

হেমতাবাদে ভুট্টাখেত থেকে ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

হেমতাবাদ, ২৭ মে (হি. স.) : ভুট্টাখেত থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হল। হেমতাবাদ থানার নওদা গ্রাম পঞ্চায়েতের কলুয়া গ্রামের ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম ওসমান আলি (৪০)।

শনিবার সকালে ওই ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় হেমতাবাদ থানায়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। মৃতের পরিবারের দাবি, ওই ব্যক্তিকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ জানা যাবে না। তদন্ত চলছে।

বগত ৯ বছরে জনগণের কল্যাণে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার : অনুরাগ সিং ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২৭ মে (হি.স.): বিগত ৯ বছরে জনগণের কল্যাণে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। শনিবার নতুন দিল্লিতে ৯ বছর - সেবা, সুশাসন ও গরিব কল্যাণে একটি সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, ক্রমাগত উন্নয়নমূলক ও কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি শেষ মাইল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে মানুষের জীবনকে সহজ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, সরকার দরিদ্র মানুষকে তিন কোটি ৫০ লক্ষ পাকা ঘর দিয়েছে যা সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনব্যক্ত করে।

আগের সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, আগে অবাধ দুর্নীতি ছিল। কিন্তু এখন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, এসব প্রচেষ্টার ফলে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে ভারত। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশ্ব মঞ্চে দেশের মর্যাদা বেড়েছে।

স্বাধীন ভারতের যাত্রায় নতুন সংসদ ভবন নির্মাণ একটি মাইলফলক : জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২৭ মে (হি.স.): স্বাধীন ভারতের যাত্রায় নতুন সংসদ ভবন নির্মাণ একটি মাইলফলক। শনিবার এক টুইট বার্তায় উল্লেখ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে নাড্ডা টুইটে লিখেছেন, 'নতুন সংসদ ভবন স্বাধীন ভারতের যাত্রায় একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। এই সংসদ ভবন নিছক স্থাপত্যের উপকরণ নয়, এটি আসলে ভারতের প্রাণবন্ত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চেতনার প্রতীক।

এর আগে শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট বার্তায় জানান, নতুন সংসদ ভবন প্রতিটি ভারতবাসীকে গৌরবান্বিত করবে। প্রধানমন্ত্রীর সেই টুইটের প্রেক্ষিতে নাড্ডা এদিন জানান, 'নতুন সংসদ ভবন ভারতের জনগণের জন্য একটি আশীর্বাদ যারা ক্রমাগত গণতন্ত্রের মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখেছেন।

এটি মাননীয়ের দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারতকে একটি উন্নত দেড় হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের দেশবাসীর সংকল্পের প্রতিনিধিত্ব করে।'

ইরান ও বেলজিয়ামের মধ্যে বন্দি বিনিময়

নয়াদিল্লি, ২৭ মে (হি. স.) : ইরান ও বেলজিয়ামের মধ্যে বন্দি বিনিময় হয়েছে। বন্দি বিনিময়ের আওতায় দাতব্য প্রতিষ্ঠানের এক কর্মীকে মুক্তি দিয়েছে তেহরান। বিনিময়ে ইরানের এক কূটনীতিককে ব্রাসেলস থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে এই বন্দি বিনিময়ে মধ্যস্থতা করেছে ওমান।

বেলজিয়াম থেকে মুক্তি পাওয়া ইরানি কূটনীতিকের নাম আসাদোল্লাহ আসাদিক। তিনি নিজ দেশে ফিরছেন বলে শুক্রবার জানিয়েছেন ইরানের বিদেশ মন্ত্রী হোসেইন আমির আবদোল্লাহিয়ান। অপরদিকে বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী আলেকজান্ডার ডি ক্রো জানান, দাতব্য কর্মী অলিভিয়ার ভ্যানডেকাস্টেলে ব্রাসেলসের পথে রয়েছেন।

এর আগে ওমানের বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, মুক্তি পাওয়া দুই ব্যক্তিকে প্রথমে তেহরান ও ব্রাসেলস থেকে ওমানের রাজধানী মাস্কাটে নেওয়া হবে। সেখান থেকে তারা নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবেন।

দাতব্য কর্মী অলিভিয়ার ভ্যানডেকাস্টেলকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল ইরান। চলতি বছরের জানুয়ারিতে তাকে ৪০ বছরের কারাদণ্ড ও ৭৪ বেত্রাঘাতের সাজা দেন দেশটির একটি আদালত। পাশাপাশি তাকে ১০ লাখ ডলার জরিমানাও করা হয়।

আজও সামান্য ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা, রবিবার থেকে চড়বে পারদ

কলকাতা, ২৭ মে (হি.স.) : দিনে ঘামে ভেজা শহর বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামতেই ভিজছে বৃষ্টিতে। গত কয়েকদিনে জেলার পাশাপাশি শহরেও কালবৈশাখীর তাণ্ডব দেখা গিয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘণ্টায় ৫৫ কিলোমিটার বেগে ৩ মিনিটের কালবৈশাখী ঝড়ে কার্যত লন্ডভন্ড কলকাতা। কমবেশি ২৮.৭ মিলিমিটার বৃষ্টির হাত ধরে কলকাতায় রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নামল ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৭ ডিগ্রি কম। তবে গতকাল কালবৈশাখী পাওয়া জেলাগুলির ভাগ্যে আজ শনিবার ঝড়-বৃষ্টি পাওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে উত্তরবঙ্গে তিন জেলায় আজ ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। সামগ্রিকভাবেই শনিবার পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ঝড়-বৃষ্টির পরিস্থিতি। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস রবিবার থেকে বঙ্গে ফের বাড়বে তাপমাত্রা। আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে তবে তার পরিমাণ তুলনায় কম। ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। বেলা যত বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ও গরম কিছুটা থাকবে। বিকেল বা সন্ধ্যা থেকে দমকা ঝড় হওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে হবে দক্ষিণবঙ্গে।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

চায়ে মিশিয়ে নিন এই ৫ মশলা, বিপাক হার উন্নত হবে

সকাল সকাল এক কাপ গরম চা না পেলে যেন দিনটাই শুরু হয় না! অনেকের আবার সারা দিন কাজের ফাঁকে ৩-৪ কাপ চা খাওয়ার অভ্যাস। শরীর চাঙ্গা করতে এবং মুড ভালো রাখতে চায়ের জুড়ি মেলা ভার। আবার অতিরিক্ত তেল-মশলাদার খাবার খাওয়ার পরে হজমের সহায়তা করে এই পানীয়।

অনেকেই দুধ, চিনি দিয়ে চা খেতে পছন্দ করেন।

অনেকের আবার পছন্দ লিকার চা। তবে চা আরও সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর করে তুলতে রান্নাঘরে থাকা এই ৫ মশলা মেশাতে পারেন। উপকার পাবেন বেশি। নানা রোগভোগ থেকেও মিলবে মুক্তি।

দারুচিনি দারুচিনি চা যেমন সুস্বাদু, তেমনই স্বাস্থ্যকর। দারুচিনিতে রয়েছে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ভাইরাল গুণাগুণ। দারুচিনি চা পানে বিপাক হার বাড়ে, হজম ভাল হয়। এর পাশাপাশি এই চা সর্দি-কাশিতেও খুব স্বস্তি দেয়। আপনি চাইলে প্রতিদিন দারুচিনি চা পান করতে পারেন।

লবঙ্গ লবঙ্গে ঔষধি গুণ ভরপুর। চায়ে লবঙ্গ দিয়ে খেলে তখন পাচনতন্ত্র আরও ভাল ভাবে কাজ করে। এটি পেশীর ব্যথাও উপশম করে। এ ছাড়া, লবঙ্গ চা পানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয়।

আদা

আদা চায়ের গুণাগুণ সম্পর্কে কম-বেশি সকলেই অবগত। আদার মধ্যে উপস্থিত ঔষধি গুণ আমাদের অসুস্থ হওয়া থেকে বাঁচায়। আদা চা সর্দি-কাশি ও গলা ব্যথা থেকে আরাম প্রদান করে, এর পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও শক্তিশালী করে তোলে। আদার মধ্যে উপস্থিত ঔষধিগুণ আপনাকে অসুস্থ হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে।

তুলসী

তুলসী পাতা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খুবই উপকারী। ভিটামিন এবং মিনারেল সমৃদ্ধ তুলসী বিভিন্ন রোগভোগ থেকে আমাদের বাঁচায়। গ্রীষ্ম বা শীত, উভয় ঋতুতেই তুলসী চা পান করতে পারেন।

এলাচ এলাচ কেবল চায়ের স্বাদই বাড়ায় না, পাশাপাশি স্বাস্থ্যকরও বটে। এলাচ চা পানে হজম ক্ষমতা উন্নত হয়, মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, গলা ব্যথা কমে, মানসিক চাপ ও উদ্বেগ থেকেও মুক্তি মেলে।

ডায়াবেটিস থেকে ওজন কমানো, ঝিঙের গুণ

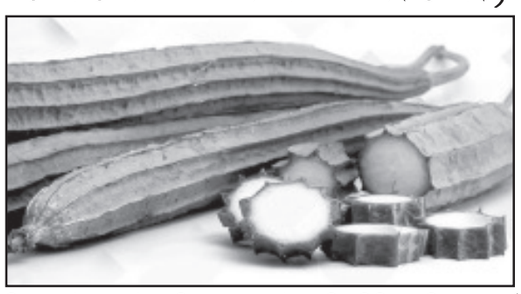

শরীর সুস্থ রাখতে নিয়মিত প্রচুর শাকসবজি খাওয়ার উপরেই জোর দেন চিকিৎসকরা। স্বাস্থ্যকর সবজির কথা ভাবলে, প্রথমেই কিন্তু ঝিঙের কথা মাথায় আসে না। কিন্তু ঝিঙের মধ্যে এমন সব গুণ রয়েছে যা শুনলে চমকে যাবেন আপনিও!

ঝিঙে অনেকেরই খুব অপছন্দের একটা সবজি।

তবে স্বাদে খুব একটা আকর্ষণীয় না হলেও, ঝিঙের পুষ্টিগুণ কিন্তু অনেক। ওজন কমাতে, চোখ ভাল রাখতে এবং ইমিউনিটি বাড়াতে বেশ কার্যকরী এই সবজি। জেনে নিন, ঝিঙে খেলে স্বাস্থ্যের কী কী উপকার হয়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ঝিঙে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এবং এতে ক্যালোরি খুব কম। যে কারণে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খুব উপকারী সবজি এটি। পাশাপাশি ঝিঙে হাইপোগ্লাইসেমিক। যে কারণে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

চোখ ভাল রাখে

ঝিঙেতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ থাকে, যা চোখ ভাল রাখতে সহায়তা করে। বিশেষত, বেশি বয়সি মানুষদের ক্ষেত্রে ঝিঙে অত্যন্ত উপযোগী। ম্যাকুলার ডিজেনারেশন, আংশিক অন্ধত্ব এবং চোখের অন্যান্য অসুস্থতা প্রতিরোধে সহায়তা করে ঝিঙে। এ ছাড়া, অপটিক স্নায়ু ভাল রাখে এই সবজি। বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থ থেকে চোখের রক্তনালীকেও রক্ষা করে।

কোষ্ঠকাঠিন্য সারায়

ঝিঙেতে প্রচুর পরিমাণে জলীয় উপাদান আর সেলুলোজ থাকে। সেলুলোজ এক ধরনের প্রাকৃতিক ফাইবার। ফলে ঝিঙে কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয় এবং পেট ভাল রাখে। পাশাপাশি স্বাভাবিক মলত্যাগ এবং হজমে সহায়তা করে।

ওজন কমায়

ঝিঙে ফাইবার সমৃদ্ধ, যা হজম হতে সময় নেয়। ফলে দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখে। আর এতে ক্যালোরিও কম এবং জলের পরিমাণ বেশি, যা ওজন কমানোর জন্য আদর্শ।

লিভার ভাল রাখে ঝিঙে আমাদের শরীর থেকে বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ, অ্যালকোহল ও অপাচ্য খাদ্যকণা দূর করে। ফলে ভাল থাকে লিভার। পিত্তরসের ক্ষরণ ভাল রাখতেও ঝিঙের জুড়ি মেলা ভার। এই কারণই জন্ডিস থেকে সেরে ওঠার সময় ঝিঙে খেতে বলা হয়।

ইমিউনিটি বাড়ায়

চোখ, লিভার, পাকস্থলী এবং কিডনি সংক্রমণের প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হল শরীরের কম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। ঝিঙেতে রয়েছে ভিটামিন সি, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, রাইবোফ্ল্যাভিন, থায়ামিন এবং জিঙ্ক। যে কারণে ইমিউনিটি বাড়াতে ঝিঙের জুড়ি মেলা ভার।

হাঁপানি থেকে বাত, সব রোগ-ব্যাধি সারবে সাঁতারেই

সাঁতারের মতো ভাল ব্যায়াম খুব কমই আছে। নানা রকম ব্যায়াম করার পরিবর্তে শুধু সাঁতার কাটলেই অনেকটা কাজ সারা হয়ে যায়। নিয়মিত সাঁতারের ফলে আমাদের শরীরের একাধিক রোগ সেরে যায় এবং শরীর অনেকটা ফিট থাকে।

প্রতিদিন সাঁতার কাটলে শরীরের অতিরিক্ত মেদ ঝরে, মানসিক অবসাদ কমে, হাঁপানি ও অনিদ্রার সমস্যাও ভাল হয়ে যায়।

চলুন দেখে নেওয়া যাক, সাঁতার কেন উপকারী।

ওজন কমাতে সাহায্য করে

ক্যালোরি বার্ন করার দুর্দান্ত উপায় সাঁতার কাটা। আর যত বেশি ক্যালোরি পোড়াবেন, ততই ওজন কমতে সাহায্য হবে। অন্যান্য সাধারণ ব্যায়ামের তুলনায় সাঁতারে ক্যালরি বার্নের হার অনেক বেশি।

হাড় মজবুত করে

বয়সের সাথে সাথে হাড়ের ভর কমে যায়, বিশেষ করে মহিলাদের। সাঁতার হাড়ের ক্ষয় রোধ করতে সাহায্য করে। জয়েন্টে ব্যথা বা আর্থাইটিসের ক্ষেত্রেও সাঁতার অত্যন্ত সহায়ক। গবেষণায় দেখা গেছে, সাঁতার অস্টিওপরোসিস অনেকটা সারাতে পারে, হাড়ের ভর উন্নত করে এবং হাড়কে আরও মজবুত করে।

হার্ট সুস্থ রাখে

সাঁতার কাটলে হৃতিণ্ড এবং ফুসফুস অনেক বেশি সুস্থ থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, হার্ট সুস্থ রাখার জন্য অন্যতম সেরা ব্যায়াম সাঁতার। যাঁরা রোজ সাঁতার কাটেন, তাঁদের হার্টের সমস্যা কমে অনেকখানি। পাশাপাশি সাঁতার পেশী শক্তিশালী করে এবং রক্ত সঞ্চালনও উন্নত করে। ট্রাইগ্লিসারাইড কমায়

শরীরে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বাড়লেই হৃদরোগ ও অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়বে। সাঁতার রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রাও কমাতে বেশ কার্যকর। তাই এই সমস্যা থেকে বাঁচতে নিয়মিত সাঁতার কাটা শুরু করুন। হাঁপানি কমায়

গবেষণায় দেখা গেছে, হাঁপানির মতো রোগে সাঁতার খুব ভাল ফল দেয়। সাধারণ ব্যায়ামের চেয়েও বেশি উপকারী। আবার সাইনাসের ব্যথা কমাতেও সাহায্য করে সাঁতার। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিতকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। কারণ সুইমিং পুলের জলে ক্লোরিনের মাত্রা কম-বেশি হলে তা এই সব রোগের কষ্ট আরও বাড়িয়ে তোলে। ঘুম ভাল হয় রাতে ঘুম হয় না ঠিকমতো? তাহলে অবশ্যই সাঁতার কাটা শুরু করুন। ঘুমের সমস্যা থাকলে তা দূর হয় নিয়মিত সাঁতার কাটলে। সাঁতার কাটার সময় মস্তিষ্ক-সহ গোটা শরীর সচল থাকে। এটি ভাল ঘুম হতে সাহায্য করে। মানসিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে নিয়মিত সাঁতার কাটলে মন ভাল থাকে। স্ট্রেস, উদ্বেগ এবং বিষণতা কমে যায়। বিভিন্ন গুরুতর মানসিক সমস্যার চিকিতায় সাহায্য করে সাঁতার। যার ফলে শরীরের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমে। শরীরের সমস্ত কার্যকলাপ স্বাভাবিকভাবে হয়।

বাড়ির রান্নায় যে তেল ব্যবহার করছেন, সেটা স্বাস্থ্য সম্মত তো

চিকিৎসকরা প্রতিটা মানুষকে অতিরিক্ত তেল না খাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। তেলের মধ্যে স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং ট্রান্স ফ্যাট অতিরিক্ত মাত্রায় থাকে। সেই তেল নিয়মিত সেবন করলে তার রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়তে থাকে। তবে বর্তমান সময়ে বাজারে কিছু তেল আছে, যেগুলি আপনার শরীরের জন্য কম ক্ষতিকারক।

এখন প্রশ্ন, রান্নার ক্ষেত্রে আপনারা কোন তেল ব্যবহার করেন। আপনার জন্য স্বাস্থ্যকর তেল কোনটি? অনেকেরই প্রশ্ন, রান্নায় যে তেল ব্যবহার করছেন, তার পুষ্টিগুণ কী, সেই তেলের ক্ষতিকারক প্রভাব কী? রান্নার জন্য সঠিক রান্নার তেল নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি আপনার স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ওজনের উপর একটি বড় প্রভাব ফেলে। এর জন্য বেছে নিতে পারেন সূর্যমুখী তেল। এতে অলিক অ্যাসিড বেশি থাকে। এই তেল ভাজাপোড়ার জন্য ভালো বলে মনে করা হয়। তবে যেকোন ধরনের উদ্ভিজ্জ তেল বারবার গরম করার ফলে এর গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায় এবং ট্রান্স ফ্যাট তৈরি হয়। এতে হালকা এক ধরনের গন্ধ আছে, তবে সব ধরনের রান্নায় এই তেল ব্যবহার করা যায়। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, স্যাচুরেটেড ফ্যাট সমৃদ্ধ তেলের পরিবর্তে রান্নায় সূর্যমুখী তেল ব্যবহার করলে রক্তে এলডিএল বা খারাপ কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে। এছাড়া রান্নায় নারকেল তেল ব্যবহার করতে পারেন। এটি রান্নার জন্য স্বাস্থ্যকর তেল। এতে মাঝারি-চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে। এটি শরীরের ফ্যাট ঝরিয়ে দ্রুত শক্তি উতাদন করে। রান্নায় এই তেল ব্যবহার করলে খাবার সহজে হজম হয়। সেই সঙ্গে নারকেল তেল বিপাক ক্রিয়া উন্নত করে। চুল এবং ত্বকের জন্যও এই তেল উপকারী। এছাড়া সরিষার তেল ব্যবহার করতে পারেন। এটি বীজকে পিষে তার নির্যাস থেকে গাঢ় হলুদ রঙের এই সর্ষের তেলটি তৈরি করা হয়। সুস্বাদু খাবার থেকে শুরু করে শরীর ম্যাসেজ সব কিছুতেই এই তেল ব্যবহার করা যায়। এতে ওমেগা-৩ এবং ওমেগা-৬ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে এবং এতে স্যাচুরেটেড ফ্যাট কম থাকে। সরিষার তেল শুধু খাবারের স্বাদ ও গন্ধই বাড়ায় না বরং এটি ত্বক, জয়েন্ট, পেশি এবং হৃদরোগজনিত অনেক রোগ নিরাময় করে। রান্নার জন্য এই তেল খুবই ভালো। অনেক জায়গাতেই রান্নায় অলিভ অয়েল ব্যবহার করা হয়। এই তেল ওজন কমানোর জন্য বেশ উপকারী। অলিভ অয়েলে থাকা পলিফেনল উপাদান ক্যান্সার এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। এছাড়া এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল সালাদ, স্যুপ বা রুটি তৈরিতে ব্যবহার করলে স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায়। বাদাম তেলও ভালো। এতে উপকারী ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, যা হতিণ্ডের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। তবে যাদের অ্যালার্জির সমস্যা আছে তাদের এই তেল এড়ানো উচিত। রাইস ব্রান অয়েলে প্রচুর পরিমাণে মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। ধানের তুষ থেকে তৈরি রাইস ব্রান অয়েল কোলেস্টেরল হ্রাসে ভূমিকা রাখে।

সকালে খালি পেটে খান এক বাটি পাকা পেঁপে

পেঁপে দেখলেই অনেকে নাক সিঁটকোন, আবার পেঁপের পুষ্টিগুণের জন্য অনেকেরই অতি প্রিয় ফল এটি। বিভিন্ন ভিটামিন এবং খনিজের প্রাকৃতিক উত পাকা পেঁপে। চিকিতক থেকে পুষ্টিবিদ, সকলেই রোজের খাদ্যতালিকায় পাকা পেঁপে রাখার পরামর্শ দেন। পেঁপের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন এ, সি, ই, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম ও ফাইবার।

আর এই ফলে ক্যালোরির পরিমাণও খুব কম। স্বাদে মিষ্টি হলেও, সুগার রোগীদের এই ফল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। যারা পেটের রোগে ভোগেন, তাদের ক্ষেত্রেও এই ফল বেশ উপকারী। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এক বাটি পাকা পেঁপে খেলে নানা শারীরিক উপকার পাওয়া যায়। জেনে নিন, খালি পেটে পেঁপে খাওয়ার উপকারিতা -

কোষ্ঠকাঠিন্য সারায়

কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় পাকা পেঁপে ভাল কাজ করে। পেঁপে ফাইবার সমৃদ্ধ, যা কোষ্ঠকাঠিন্য সারায় এবং স্বাভাবিক মলত্যাগে সাহায্য করে। সকালে খালি পেটে পাকা পেঁপে খেলে পাচনতন্ত্র সুস্থ থাকবে এবং পেটের বিভিন্ন সমস্যাও দূর হবে। অ্যাসিডিটি ও বদহজমের সমস্যা কমাতেও সহায়ক এই ফল।

ওজন কমাতে সাহায্য করে

খালি পেটে পাকা পেঁপে খাওয়া ওজন কমাতে সাহায্য করে। এতে ক্যালোরির পরিমাণ খুবই কম, আর ফাইবার থাকে প্রচুর পরিমাণে। যার ফলে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা থাকে। ঘন ঘন খিদেও পায় না।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ পাকা পেঁপে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। যার ফলে বিভিন্ন সংক্রমণ এবং রোগভোগের ঝুঁকি কমে। তাছাড়া, প্রতিদিন সকালে খালি পেঁপে খেলে শরীর থেকে টক্সিন বেরিয়ে যায়।

হার্ট সুস্থ রাখে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে ডায়াবেটিস, স্থূলতা ও হৃদরোগের সম্ভাবনা বাড়ে। তাই কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই জরুরি। পেঁপের ফাইবার খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া, পাকা পেঁপেতে রয়েছে পটাশিয়াম, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। হার্ট সুস্থ রাখতে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে পাকা পেঁপে খান। ত্বকের জেল্লা ফেরে পাকা পেঁপে স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ত্বকের জন্যও খুব উপকারী। শরীরকে ডিটক্স করে, যে কারণে ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা কমে। পেঁপেতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, যা ত্বকের কোষ মেরামত করে। এ ছাড়া, পেঁপেতে থাকা লাইকোপিন ব্রণ, পিগমেন্টেশন, বলিরেখা এবং ফাইন লাইনস-এর সমস্যা দূর করে। এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ অথবা চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন ও সেইমতো নিয়ম মেনে চলুন।

হাই ব্লাড প্রেশার কমাতে জীবনযাপনে যে পরিবর্তন আনবেন

বর্তমান সময়ে হাই ব্লাড প্রেশার কিংবা উচ্চ রক্তচাপ একটি পরিচিত সমস্যা। এটাতে শুধু বয়স্ক ব্যক্তিরা নয়, এতে এখন আক্রান্ত হচ্ছেন অল্পবয়সীরাও। গ্রামের তুলনায় শহরের মানুষ উচ্চ রক্তচাপে বেশি ভোগেন। এই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না থাকলে হৃদরোগ, স্ট্রোক, কিডনি রোগের ঝুঁকি বাড়ে।

এ কারণে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ খুবই জরুরি। চিকিৎসকদের মতে, জীবনযাপনে ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে এ রোগের ঝুঁকি এড়াতে বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ায়। স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখার মাধ্যমে, আপনি কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমের ওপর চাপ এবং রক্তচাপ কমাতে পারেন।

ওজন কমাতে শাকসবজি, ফল, গোটা শস্য, চর্বিহীন প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি খাদ্যতালিকায় যুক্ত করুন। পাশাপাশি ওজন কমাতে নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করুন। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সুষম খাদ্য গ্রহণ করুন। এজন্য ফল, শাকসবজি, গোটা শস্য, চর্বিহীন প্রোটিন এবং কম চর্বিযুক্ত দুগ্ধজাত খাবারের ওপর জোর দিন।

এছাড়া প্রক্রিয়াজাত খাবার, ফাস্ট ফুড এবং চিনিযুক্ত পানীয় গ্রহণ সীমিত করুন। উচ্চ সোডিয়াম গ্রহণ উচ্চ রক্তচাপ বাড়ায়। লবণাক্ত খাবার যেমন প্রক্রিয়াজাত মাংস, টিনজাত স্যুপ, ফাস্ট ফুড এবং চিপসের মতো স্ন্যাকস খাওয়া কমিয়ে দিন। বেশি মসলাযুক্ত খাবার, সস এবং রেস্তোরাঁর অনেক খাবারে সোডিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকে।

এসব খাবার খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হোন। উচ্চ রক্তচাপ থাকলে প্রতিদিন ২৩০০ মিলিগ্রাম বা তার চেয়ে কম সোডিয়াম খাওয়া যেতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা বজায় রাখতে এবং রক্তচাপ কমাতে সহায়তা করে। দ্রুত হাঁটা, জগিং, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো বা নাচের মতো কার্যকলাপ রক্তচাপ কমাতে উপকারী হতে পারে। প্রয়োজনে কোনো ব্যায়াম শুরুর আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

অনেকের প্রশ্ন, খালি পেটে ডাবের জল খাওয়া কি উচিত?

শরীরে পুষ্টি জোগাতে ডাবের জলের তুলনা নেই। অনেকেরই অভ্যাস আছে সকালে উঠে খালি পেটে ডাবের জল খাওয়ার। প্রশ্ন হল, এভাবে খালি পেটে নিয়মিত ডাব খাওয়া কি উপকারী? এই পুষ্টিবিদের মতে, এই গরমে ডাবের জল খাওয়া ভালো। এতে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ভিটামিন বি১, এবং ভিটামিন সি রয়েছে।

ডাবের জলে ভরপুর ক্যালোরি থাকলেও সুগারের পরিমাণ কম। তাই ডায়াবেটিস রোগীরাও নিশ্চিন্তে ডাবের জল খেতে পারেন। ডাবের জলে একাধিক উপকার রয়েছে। নিয়মিত ডাবের জল খেলে সুগার নিয়ন্ত্রণ থাকে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নিয়মিত ডাবের জল পান করলে ডায়াবেটিকদের এইচবিএ১সি নিয়ন্ত্রণে আসে। অর্থাৎ তাদের তিন মাসের গড় সুগার কমে। ডাব গরমে শরীরে ইলেকট্রোলাইটসের ভারসাম্য ফেরায়। নিম্ন রক্তচাপের সমস্যায় অত্যন্ত কার্যকরী ডাবের জল। তবে খালি পেটে ডাবের জল খাওয়া উচিত নয়।

এতে শরীরে নানা ধরনের সমস্যার আশঙ্কা তৈরি হয়। বিশেষ করে, পেটের নানাবিধ জটিলতা বাড়ে। গ্যাস, অ্যাসিডিটি, বদহজমের মতো সমস্যাও দেখা দেয়। এছাড়া খালি পেটে এই পানীয় খেলে এতে থাকা কোনও উপাদানই শরীর গ্রহণ করতে পারে না।

ফলে পুষ্টিও পাওয়া যায় না। তাই খালি পেটে ডাবের জল খাওয়া ঠিক নয়। দিনে ২০০ মিলিলিটার ডাবের জল করা যায়। এর বেশি করা উচিত নয়। এর বেশি খেলে সমস্যা হতে পারে।

সরাসরি ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জল খাওয়ার একাধিক সমস্যা রয়েছে

প্রচণ্ড গরম। অনেকেই সরাসরি ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জল বের করে পান করেন। সরাসরি ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জল খাওয়ার একাধিক সমস্যা রয়েছে। তবে বেশ কয়েকটি সূত্র বলছে, এটি আপনার হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। হঠাতকরে প্রচুর ঠান্ডা জল পান করলে তা ক্ষতিকর হতে পারে।

এতে ধমনীতে হঠাতভ্যাসোস্পাজম সৃষ্টি করার কারণে বিরূপ পরিণতি হতে পারে। খাবার খাওয়ার মাঝখানে ঠান্ডা জল খেলে এমনটা অনেক সময় বেশি ঘটে। ভারতের ম্যাক্স হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান পরিচালক মনজিন্দর সান্ধু গণমাধ্যমকে এক সাক্ষাতারে এমনটিই জানিয়েছেন। যাদের হার্টের সমস্যা রয়েছে তাদের অতিরিক্ত ঠান্ডা জল না খাওয়া ভাল। কারণ এটি হার্টের অ্যারিথমিয়াকে বাড়িয়ে তুলতে পারে ও এটি ভ্যাসোস্পাজমের কারণ হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি হার্ট অ্যাটাকের কারণ হতে পারে। ভ্যাসোস্পাজম হলে রক্তনালীগুলো সরু হয়ে যায় ও রক্তের প্রবাহকে বাধা দেয়। ভ্যাসোস্পাজম হতে পারে বিভিন্ন ধরণের। বসে ঘুমানোর অভ্যাস যাদেরবসে ঘুমানোর অভ্যাস যাদের যেমন, করোনারি ভ্যাসোস্পাজম, সেরিব্রাল ভ্যাসোস্পাজম, স্তনবৃন্ত ভ্যাসোস্পাজম এবং হাত ও পায়ের আঙ্গুলের ভ্যাসোস্পাজম। করোনারি ভ্যাসোস্পাজম বেশিরভাগই ঠান্ডার কারণে ঘটে। এমনটি হলে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, মূর্ছা যাওয়া, বুকে ব্যথা এবং তীব্র করোনারি সিনড্রোম দেখা দেয়। ঠান্ডাজনিত কারণে আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুলের মধ্যে যে ভ্যাসোস্পাজম হয় তাতে ত্বকের রঙ পরিবর্তন হেপোরে এবং থরথর বা ঝাঁঝালো সংবেদন দেখা যায়। অর্থাতআপনার জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে স্বাভাবিক তাপমাত্রার জল পান করা। স্বাভাবিক তাপমাত্রার জলই মূলত আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। যদিও অনেকে মনে করেন ঠান্ডা জল খেলে ডিহাইড্রেশনের সমস্যা দূর হয়। বাস্তবে এমনটি নয়। বরং আপনি খেয়াল রাখুন আপনার প্রস্রাবের রঙের দিকে। তাহলে বুঝতে পারবেন আপনি ডিহাইড্রেটেড কি-না।

ঘুরতে গিয়ে যদি পেটের সমস্যা শিকার হন

বহু মানুষ আছে তারা গাড়িতে করে কোথাও ঘুরতে গেলেই শরীর খারাপের শিকার হন।অনেকের পেট খারাপ হওয়ার মতো সমস্যাও দেখা দেয়। যদিও এর পিছনে বড় কোনও সমস্যা কাজ করে না। একটু সর্তক থাকলে, এ সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব।বেড়াতে যাওয়ার আগে খাওয়াদাওয়ার উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। ঘুরতে গেলে কোন খাবার খাবেন, কোন খাবার খাবেন না, সেটা জানা জরুরি। গাড়িতে উঠলে বা বেড়াতে গিয়ে শরীর খারাপ হওয়ার সমস্যা থাকলে দুগ্ধজাত খাবার খাওয়া ঠিক নয়। এতে পেট খারাপ হয়ে ডায়রিয়া হতে পারে। এর পরিবর্তে একটু হালকা খাবার খেতে পারেন। খাবার খাওয়ার আগে ভালো করে হাত ধুয়ে নিন। বাইরে থাকলে এমনিতেই হাত ময়লা হয়। ঘুরতে গেলে হাতে আরও বেশি ময়লা জমা হয়। ময়লা হাতে যেকোনও খাবার খেলেই শরীর খারাপ হবে। শরীর খারাপ হলে খুব বেশি চলাফেরা না করাই ভালো। বরং কিছুটা সময় বিশ্রাম নিন। এতে শরীর সুস্থ লাগবে। প্রোবায়োটিক খাবার যেমন দই খাওয়া যেতে পারে।

নীতি আয়োগের বৈঠকে আট মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতি দুর্ভাগ্যজনক, জনবিরোধী: বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২৭ মে (হি.স.) : নীতি আয়োগের অষ্টম বৈঠকে বিরোধী শাসিত আটটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের অনুপস্থিতিকে দুর্ভাগ্যজনক, দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং জনবিরোধী বলে কটাক্ষ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে চলছে নীতি আয়োগের বৈঠক। তিনি বলেন, বিরোধী দলগুলো যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে অসম্মান করে, এটাই প্রমাণ।

এদিন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আট মুখ্যমন্ত্রী আজ নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেননি। দেশের উন্নয়ন ও পরিকল্পনার জন্য নীতি আয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বৈঠকের জন্য ১০০টি বিষয় ঠিক করা হয়েছে, এখন যে মুখ্যমন্ত্রী আসেননি, তিনি তাঁর রাজ্যের মানুষের কথা এখানে আনছেন না। তাদের কাছে প্রশ্ন, মোদীর বিরোধিতা করতে তারা কতদূর যাবে?

তিনি আরও বলেন, বিজেপি প্রতিষ্ঠানকে সম্মান করে না বলে অভিযোগ করা হয়, তবে এই আচরণটি দেখায় যে বিরোধী দলগুলি নীতি আয়োগের মতো প্রতিষ্ঠানকে কতটা সম্মান করে। তারা সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে মন্তব্য করে, তারা নির্বাচন কমিশন নিয়ে মন্তব্য করে। অর্থাৎ তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী না হলে তারা সবার সমালোচনা করবে।

তিনি বলেন, বিরোধীরা নতুন সংসদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান বর্জন করে এখন উদ্বোধন বয়কট করেছে। তিনি যখন মোদী সরকারের প্রতিটি উদ্যোগের কৃতিত্ব নিতে ব্যর্থ হন না, তখন তিনি নতুন সংসদের ক্ষেত্রেও তাই করতে পারতেন।

অবস্থানে অটুট অর্জুন, বললেন দিদিই প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছেন

উত্তর ২৪ পরগণা, ২৭ মে (হি. স.) : "আমাকে দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছেন। আমি নাটক করি কি না, তা জনগন জবাব দেবে। আমি দিদির সঙ্গে ছিলাম,আছি এবং থাকব।" শনিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং এই মন্তব্য করে ফের বিজেপি-তে ফেরার জল্পনায় আপাতত জল ঢাললেন।

ব্যারাকপুরে সোনার দোকানে বুধবার সন্ধ্যায় গুলি করে খুনের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছিলেন অর্জুন সিং। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে পুলিশের আঁতাতের কথাও বলতে শোনা গিয়েছিল তাঁকে। সাধারণ মানুষ যদি ন্যূনতম নিরাপত্তা না পান, তাহলে তাঁরও নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি। এই মন্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক আলোড়ণ শুরু হয়।

বৃহস্পতি ও শুক্রবারের পর শনিবারও পুলিশের বিরুদ্ধে মুখর ছিলেন অর্জুনবাবু। তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে হামলার ঘটনাতেও পুলিশ প্রশাসনের গাফিলতি আছে বলে মন্তব্য করেন। অর্জুন সিং বলেন, যে ভাবে আক্রমণ হয়েছে, তাতেই বোঝা যাচ্ছে এক শ্রেনির পুলিশ প্রশাসনের গাফিলতি আছে। এটা আমাদের কাছে লজ্জা। আমাদের দলের সম্পাদক আক্রান্ত হচ্ছে আর পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।

উল্লেখ্য, বারাকপুরের ব্যাপারে অর্জুন সিং যা বলছেন, তা ঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন সৌগত রায়। শুক্রবার সৌগতবাবু সংবাদমাধ্যমে বলেন, অর্জুন যা করছেন ভাল করছেন না। এগুলো দলের ভিতরেই বলা যেত। ও চলে গিয়েছিল। অভিষেক আবার দলে নিয়ে আসে। ও ঠিক করছে না।

গোটা রাজ্য বোমা তৈরির হাবে পরিণত হয়েছে, দাবি দিলীপের

কলকাতা, ২৭ মে (হি. স.) : গোটা রাজ্য বোমা তৈরির হাবে পরিণত হয়েছে বলে দাবি করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। শনিবার ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণের পর বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ বলেন, পশ্চিমবঙ্গকে আমি আফগানিস্তান বললে ববি হাকিমের কষ্ট হয়। আফগানিস্তান কেন, সিরিয়া হয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। প্রতিটি ব্লকে বোমার কারখানা তৈরি হচ্ছে। সেই বোমা সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ছে। পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বোমা আসছে। দিলীপ ঘোষ যখন নিউটাউনে এই অভিযোগ করেন তার কয়েক ঘণ্টার পরেই মেদিনীপুরের এগরায় খাদিকুল গ্রামে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতমস্তককে এলাকাবাসীর কাছে ক্ষমা চান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ঘটনায় আমরা খুবই দুঃখিত। এগরার ঘটনায় আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। অবৈধ বাজি কারখানার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, শব্দবাজি কারখানা অবৈধ। শব্দবাজি না করে সবুজ বাজি তৈরির দিকে নজর দিতে হবে। একইসঙ্গে বেআইনি বাজি কারখানা রুখতে সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

কাঁকসার জাঠগড়িয়ার জঙ্গলে নিখোঁজ ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

দুর্গাপুর, ২৭ মে (হি. স.) নিখোঁজ ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসার জাটগড়িয়ার জঙ্গলে। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম গৌড় রাউথ (৪২)। কাঁকসার বিদবিহারের শিবপুরের বাসিন্দা। বর্তমানে ফুলঝোড় এলাকায় থাকতেন। শনিবার সকালে জাঠগড়িয়ার জঙ্গলে আশপাশের বাসিন্দারা পচা দুর্গন্ধ পায়। সন্দেহ হওয়ায় দুর্গন্ধের রহস্য খুঁজতে গিয়ে দেখতে পায় পচগলা মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মলানদীঘি ফাঁড়ির পুলিশ। তারপরই দেহ সনাক্ত করে গৌড় বাবুর পরিবার পরিজনরা। গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ডাল ভেঙে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃতদেহের পাশ থেকে একটি বাইক ও উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

জানা গেছে, গত মঙ্গলবার থেকে নিখোঁজ ছিল গৌড় বাবু। প্রসঙ্গত গত ৫ মে দুর্গাপুর ইস্পাতপল্লী এলাকায় নিখোঁজ গৃহবধূর কঙ্কাল উদ্ধার হয়। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় শিল্পশহর দুর্গাপুরে। মৃতার নাম মহিলার নাম সরস্বতী যাদব (৪৮)। তাঁর বাড়ি দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের নাগাঅর্জুন এলাকায়। কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ ছিল। তাঁর আগে গত ৩ মে অন্ডালের ধান্ডাডিহি গ্রামের শ্মশান সংলগ্ন এলাকায় মানুষের মাথার খুলি, হাড়, পুরনো জামা কাপড় উদ্ধার হয়। বেশ কয়েকদিন ধরে রাস্তার পাশ থেকে দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। ওইদিন কয়েকটি পথ কুকুর রাস্তার পাশে হাড়গোড় নিয়ে টানাটানি করছিল।

কৌতুহলবসতঃ তা দেখেছিল স্থানীয়রা। মাথার খুলি, হাড় গুলি কোন মৃত মানুষের বলে সন্দেহ হয় তাদের। খবর পেয়ে পুলিশ হাড়, মাথার খুলি, জামা কাপড়ের অংশ বিশেষ সংগ্রহ করে থানায় নিয়ে যায়। তারও আগে, ৯ এপ্রিল লাউদোহা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলবুনি-মহেশপুর এলাকায় পরিত্যক্ত কুয়োয় উদ্ধার হয় মহিলার নরকঙ্কাল। খবর পেয়ে পুলিশ কঙ্কালটি উদ্ধার করে ময়মাতদন্তের জন্য পাঠায়। তারপর এদিনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিল্পাঞ্চলজুড়ে। তবে আত্মহত্যা নাকি খুন পুরো ঘটনা ঘটিয়ে রেখে তদন্তে নেমেছে কাঁকসা থানার পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি-দাওয়া পেশ করতে চায় কুড়মিরা, এসপি-কে চিঠি

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৭ মে (হি. স.) : খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছেই দাবি-দাওয়া পেশ করতে চান কুড়মিরা। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে অনুমতি চেয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারকে এই মর্মে চিঠি দিয়েছে কুড়মিদের সংগঠন ঘাঘর ঘেরা কেন্দ্রীয় কমিটি। এর পাশাপাশি, ফের একবার অভিষেকের কনভয়ে হামলা-যোগ শনিবার অস্বীকার করে বহিরাগতদের দিকে আঙুল তুলেছেন কুড়মিরা।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে কুড়মিদের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার। ঘাঘর ঘেরা কেন্দ্রীয় কমিটির দাবি, ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী জঙ্গলমহলে যে কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এলে তাঁর কাছে কুড়মিরা গিয়ে দাবি-দাওয়া জানাবেন ও সংশ্লিষ্ট দলের অবস্থান জানতে চাইবেন। কুড়মিদের দাবি, এর আগে শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, জুন মালিয়া-সহ একাধিক জন প্রতিনিধির পথ আটকে দাবি পেশ করা হয়েছে।

এদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া ৪৮ ঘণ্টার চরম সময়সীমা পেরোনোর আগেই গড় শালবনির ঘটনায় তৎপর পুলিশ। অভিষেকের কনভয়ে হামলা ও মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় ঝাড়গ্রাম জেলার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে। ৪ জনকে আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় খুনের চেষ্টা, সরকারি সম্পত্তি নষ্টের মতো জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

শনিবার খেমাশুলির ওপর দিয়ে লোধাশুলি থেকে শালবনি আগে থেকেই যাওয়ার কথা ছিল অভিষেকের। খেমাশুলিতে অভিষেকের কনভয় থামিয়ে বিক্ষোভের পরিকল্পনা ছিল কুড়মিদের। তার আগেই পুলিশ ধরপাকড় শুরু করে। ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে কুড়মি আন্দোলনকারীরা জড়ো হতেই পুলিশ গিয়ে মাইক খুলে দেয়।

শুক্রবার গড় শালবনিতে অভিষেকের নবজোয়ার যাত্রায় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। তিনি হুঁশিয়ারি দেন, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কুড়মিদের মুখ খুলতে হবে। না হলে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নেবে।

অভিষেকের কনভয়ে হামলার ঘটনায় আটক বেশ কয়েক জন, চলছে জেরা

ঝাড়গ্রাম, ২৭ মে (হি. স.) : লোধাশুলি থেকে শালবনি যাওয়ার পথে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে হামলার ঘটনায় বেশ কয়েক জনকে আটক করেছে পুলিশ।

ঝাড়গ্রাম থানায় তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশের একটি সূত্র। মোট কত জন বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়েছে, তা শনিবার দুপুরেও নির্থিষ্ট করে জানানো হয়নি।

'তৃণমূলে নবজোয়ার' কর্মসূচি নিয়ে শুক্রবার ঝাড়গ্রাম শহরে ছিলেন অভিষেক। সন্ধ্যায় রোড শো শেষে তাঁর কনভয় যখন শালবনির দিকে এগোচ্ছে, সেই সময় রাস্তার দু'পাশে কুড়মিরা স্লোগান তোলেন।

তফসিলি জাতির স্বীকৃতি আদায়ের দাবিতে সম্প্রতি টানা আন্দোলন করছে ওবিসি শ্রেণিভুক্ত ওই সম্প্রদায়। তাদের আন্দোলনের আঁচে বেশ কয়েক বার ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার মতো জেলা অচল হয়। বন্ধ হয় ট্রেন চলাচল। ওই বিক্ষোভ পরে অশান্তির আকার নেয়।

এর পরেই বিক্ষোভকারীদের কয়েক জনকে আটক করে পুলিশ। তাদের নাম-পরিচয় প্রকাশ্যে আনেনি প্রশাসন। অসমর্থিত সূত্রে খবর, মোট চার জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। তার মধ্যে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলাও আছে।

ভারত এখন বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি উজ্জ্বল স্থান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে : অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ২৭ মে (হি.স.): ভারত এখন বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি উজ্জ্বল স্থান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই মন্তব্য করলেব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। তিনি শনিবার নতুন দিল্লিতে ৯ বছর - সেবা, সুশাসন, গরীব কল্যাণে জাতীয় কনক্লেভের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর এবং তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী এল মুরুগান। এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতার সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশ গত ৯ বছরে প্রতিটি ক্ষেত্রেই দারুণ উন্নতি করেছে। তিনি বলেন, একটি নতুন চিন্তা প্রক্রিয়া প্রতিটি উন্নয়নমূলক ও সামাজিক সেক্টরে প্রকল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে যা মানুষের জীবনকে বদলে দিয়েছে। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে গুরুত্ব দিয়েছে।

এরদোগানের ভাগ্য নির্ধারণ হবে রবিবারের ভোটে

আঙ্কারা, ২৭ মে (হি. স.) : তুরস্কের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দ্বিতীয় দফা ভোটগ্রহণ অনিষ্ঠিত হবে আগামীকাল রবিবার। এ নির্বাচনের মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে আগামী পাঁচ বছর তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হিসেবে রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান থাকতে পারবেন কিনা। এর আগে প্রথম দফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় গত ১৪ মে। এতে মোট ভোটের ৪৯.৫২ শতাংশ ভোট পান এরদোয়ান। অপরদিকে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কেমাল কিলিচদারোগ্লু পান ৪৪.৮৮ শতাংশ ভোট। যেহেতু তাদের কেউই এককভাবে ৫০ শতাংশ ভোট পাননি ফলে এ নির্বাচন রান-অফে গড়ায়।

তবে রান-অফ নির্বাচন নিয়ে তুরস্কে তেমন উত্তাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। যেমনটি দেখা গিয়েছিল প্রথম দফার নির্বাচনে। যদিও তুরস্কের প্রেসিডেন্ট শাসন প্রতিষ্ঠার পর এবারই প্রথমবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দ্বিতীয়বারের মতো (রান-অফ) ভোট দিতে যাচ্ছেন দেশটির ভোটাররা।

এদিকে সম্প্রতি এক টিভি সাক্ষাৎকারে এরদোগান বলেন, নির্বাচনে আমাকে পরাজিত করতে আদাজল খেয়ে নেমেছে পশ্চিমা মিডিয়া। তারা নির্লজ্জভাবে আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে। আমার বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে মিথ্যাচার করেছে। কিন্তু তুরস্কের মানুষ গত ১৪ মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আমাকেই জয়ী করেছে। আশাকরি ২৮ মে অনুষ্ঠিতব্য দ্বিতীয় দফা অর্থাৎ রানঅফ ভোটেও পশ্চিমাদের গালে চপেটাঘাত করে আমাকেই জয়ী করবে।

নতুন রূপে সানিয়া মির্জা, হচ্ছেন ধারাভাষ্যকার

হায়দরাবাদ, ২৭ মে (হি.স.) : ক্রীড়াঙ্গনের গ্ল্যামার গার্ল ভারতের সানিয়া মির্জা। টেনিস থেকে অবসর নিয়ে এসেছিলেন ক্রিকেটে। হয়েছিলেন আরসিবির মহিলা দলের পরামর্শদাতা।

এবার তিনি ফিরছেন অন্য রূপে। ফের তিনি ফিরছেন টেনিসেই। তবে খেলবেন না টেনিস। এবার ফ্রেঞ্চ ওপেনে তাঁকে দেখা যাবে ধারাভাষ্যকার হিসেবে।

এ নিয়ে সানিয়া বলেছেন, 'সমর্থকরা এবার আমাকে অন্য ভাবে চিনবে। এত বছর শুধু খেলোয়াড় হিসাবে দেখে এসেছে। এবার আমার অন্য রূপ দেখবে তারা। টেনিস খেলাটা সব সময়ই বড় চ্যালেঞ্জ।"

সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন, "ধারাভাষ্য দেওয়ার মধ্যেও একটা বাড়তি উত্তেজনা আছে। আশা করব আমি ধারাভাষ্য দেওয়ায় আরও তরুণ প্রতিভা টেনিস খেলতে আগ্রহী হবে। ভারতীয় টেনিসকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তারা।

৩৪ বলে সেঞ্চুরি, ইতিহাস গড়লেন অজি 'বোলার' অ্যাবট

লন্ডন, ২৭ মে (হি.স.) : ৩৪ বলে ১১০ রানে অপরাজিত থেকে ইতিহাস গড়লেন অজি ক্রিকেটার শন অ্যাবট। ৪১ বলের ইনিংসটি ১১ ছক্কায় সাজানো। মাইকেল হোগানের বলে পর পর দুই ছক্কায় তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগার স্পর্শ করেন অ্যাবট।

মূলত পেস বোলার হিসেবেই খ্যাতি রয়েছে শন অ্যাবটের। টি-টোয়েন্টিতে যার সর্বোচ্চ ইনিংস ৪১ রানের। কিন্তু শুক্রবার ওভালে ইংলিশ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সেই ব্যাট হাতেই ইতিহাস গড়ে ফেললেন এই অজি ক্রিকেটার।

এতে টুর্নামেন্টের ইতিহাসে দ্রুততম সেঞ্চুরির কীর্তিতে নাম লেখালেন তিনি।

২০০৪ সালে কেন্টের জার্সিতে ৩৪ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ইতিহাস গড়েছিলেন প্রয়াত অলরাউন্ডার অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস। এবার সেই কীর্তিতে ভাগ বসালেন তারই স্বদেশী অ্যাবট।

লাউদোহায় সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ তিন ভাইবোনের রহস্যজনক অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার

দুর্গাপুর, ২৭ মে (হি. স.) মর্মান্তিক। একই ঘরে তিনভাইবোনের অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার। শনিবার কাকভোরে মর্মান্তিক ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল লাউদোহার লস্করবাঁধের আদিবাদী পাড়ায়। পারিবারিক অশান্তি না অন্য কোন কারনে অস্বাভাবিক মৃত্যু গোটা ঘটনায় বিস্তর রহস্যের দানা বেঁধেছে এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেট পুলিশ।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃতদের নাম মঙ্গল সোরেন(৩৩), লাউদোহা থানায় সিভিক ভলেন্টিয়ার কর্মরত।

তার বোন সুমি সোরেন(৩৫) কলকাতায় নার্সের কাজ করে। সপ্তাহ দুয়েক আগে বাড়ীতে এসেছে। আর এক বোন সুকুমনি সোরেন(২৮) বাড়ীতেই থাকত। তাদের বাবা হপনা সোরেন প্রাক্তন ইসিএল কর্মী। মা কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। ঘটনায় জানা গেছে, এদিন ভোরে তাদের বাবা হপনা সোরেন পুকুরে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে দরজা বন্ধ। ধোঁয়া বেরোতে দেখে শাবল দিয়ে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। ততক্ষনে তিনজনের দগ্ধ মৃতদেহ পড়ে। ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্রও পুড়ে গেছে।

হপনা সোরেন জানান,' ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। সেটা দেখে লোকজন ডাকলাম। দরজা ভেঙে দেখি, তিনজনই পড়ে গেছে। ঘরের ভেতর আগুন জ্বলছে। আগুন জল দিয়ে নেভানো হল। আশপাশের লোকজন তাদের হাসপাতালে নিয়ে যায়।'

অগ্নিদগ্ধ তিনজনকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষনা করে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় লাউদোহা থানার পুলিশ।

তবে কিভাবে আগুন লাগল গোটা ঘটনায় রহস্যের দানা বেঁধেছে। তাদের প্রতিবেশী সাধন টুডু জানান,' অত্যন্ত ভাল পরিবার। ঘরে কোন অশান্তি ছিল না।' জানা গেছে, মঙ্গল সোরেনের সম্প্রতি বিয়ের ঠিক হয়েছে। কয়েকদিন পরই বিয়ে।

তার জন্য মেয়ের পরিবারের লোকজনও আসার কথা ছিল। তার আগে এহেন রহস্যমৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। প্রশ্ন, পারিবারিক অশান্তি চলছিল। তার জেরেই কি একসঙ্গে তিনভাইবোন আত্মহত্যা করল? যদিও পুলিশ জানিয়েছে, 'মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

মেটেলিতে চিতাবাঘের চামড়া পাচারের চেষ্টা, ধৃত ৪

চালসা, ২৭ মে (হি.স.) : চিতাবাঘের চামড়া সহ গ্রেফতার করা হল ৪ জনকে। শুক্রবার রাতে মেটেলি ব্লকের মূর্তি ডিভিশন চা বাগান থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগ ও মেটেলি থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের ধরে ফেলে। রাতেই ৪ জনকে গরুমারা নর্থ রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসা হয়। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের চামড়া উদ্ধার হয়েছে। সেটিকে অন্য কোথাও পাচারের চেষ্টা চলছিল বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।

রাতে ধৃতদের মেটেলি থানার পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়। শনিবার তাদের চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ডাক্তারি পরীক্ষার পর জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। কিভাবে তাদের কাছে ওই চিতাবাঘের চামড়া এল, ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কিনা সেসব বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ওএনজিসি এম প্লয়িজ ইউনিয়নের রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ছবি নিজস্ব।

আহত দুই

● প্রথম পাতার পর

জানায় দুষ্কৃতীরা বাইক স্কুটি নিয়ে তাদের বাড়িতে এসে হামলা চালিয়েছে। পরিবারের লোকজনদেরকে তারা প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে। আক্রান্ত পরিবারের লোকজনরাও শাসক দল বিজেপির সমর্থক বলে দাবি করা হয়েছে। কেন দুর্বৃত্তরা এ ঘটনা সংঘটিত করেছে সে বিষয়ে অবশ্য পরিবারের লোকজনরা কিছুই জানাতে পারেননি।

এলাকাবাসীর

● প্রথম পাতার পর

দুই ধারে যান চলাচল স্তব্দ হয়ে পড়েছিল। তাতে যাত্রী দূর্ভোগ চরমে পৌঁছেছিল।অবরোধের খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়ার থানার পুলিশ সহ বনদপ্তরের কর্মীরা ছুটে এসে অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং বনদপ্তরের কর্মীরা আশ্বাস দিয়েছেন হাতির সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহার করেন গ্রামবাসী।

ত্রিপুরার বাঁশ

● প্রথম পাতার পর

আত্মনির্ভর ভারতের চেতনার প্রতীক (আত্মনির্ভর ভারত)। সংসদের বর্তমান ভবনটি ১৯২৭ সালে উন্মুক্ত হয়েছিল এবং এখন প্রায় ১০০ বছর বয়স হতে চলেছে। বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী এই ভবনে জায়গার অভাব অনুভূত হচ্ছিল।

গ্রেপ্তার দুই

● প্রথম পাতার পর

রাধাকিশোরপুর থানার ওসি বাবুল দাশ। শনিবার আদালতে হাজির করা হয় এবং তিনদিনের পুলিশ রিমান্ডে এনে আর কারা জড়িত তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

সোনাপুর

● প্রথম পাতার পর

স্তূপ সাফাই করে জাতীয় সড়ককে যান চলাচলের উপযোগী করে তুলতে ব্যাপক কসরত করছেন বিআরও-র জওয়ানরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যের মূলধনী ব্যয় বাড়িয়ে

● প্রথম পাতার পর

২০০০ কোটি টাকা মূল্যের আগর অর্থনীতির সুযোগ নিতে রাজ্য সরকার 'ত্রিপুরা আগরউড পলিসি-২০২১' প্রকাশ করেছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার বিনিয়োগ বাড়াতে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে উন্নয়নমুখী প্রশাসন চালাতে অঙ্গিকারবদ্ধ। সরকার ইতিমধ্যে উৎপাদন নির্ভর শিল্পে বেসরকারি বিনিয়োগ টানতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। সেই উদ্দেশ্যেই 'স্বাগত' পোর্টালের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিনিয়োগের প্রস্তাবগুলিকে 'সিঙ্গল উইণ্ডো সিস্টেমে' অনুমোদন দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই পোর্টালে ১৭টি দপ্তরের ৬০টি পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে যাতে ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুমোদন তাড়াতাড়ি দেওয়া যায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার তার মূলধনী ব্যয় ২০২০-২১-এর ৮৩৫.০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০২২-২৩ বছরে ২২০০ কোটি টাকা করেছে অর্থাৎ বার্ষিক বৃদ্ধি হয়েছে ৬২ শতাংশ। নর্থ-ইস্ট গ্লোব্যাল ইনভেস্টস সামিট-২০২৩-এর প্রাক্কালে রাজ্য সরকার ডোনার মন্ত্রকের সাথে মিলে রাজ্যে বিনিয়োগের সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখতে একটি গোল টেবিল সম্মেলন করেছে। এই সম্মেলনের ফলে দেশী ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের সাথে ৩৩৮.০০ কোটি টাকা মূল্যের মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। শিল্পোন্নয়নের জন্য ২ হাজার একর জমি চিহ্নিতকরণ, পিপিপি প্রকল্প, বিশেষ আর্থিক জোন স্থাপন ইত্যাদি উদ্যোগ ও রাজ্য সরকার নিয়েছে এবং রাজ্যের ১৫টি শিল্প নগরীয় উন্নয়নের জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকও ঋণ দিতে রাজি হয়েছে। বিমান যাত্রীদের সুবিধার্থে রাজ্য সরকার এভিয়েশন টার্বাইন ফিউল-এ ১ শতাংশ ভ্যাট কমিয়ে দিয়েছে।

নীতি আয়োগের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা-চট্ট-গ্রামের মধ্যে বিমান পরিষেবাকে উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার বার্ষিক ১৪ কোটি টাকা ভর্তুকী দিয়েছে। বিজনেস রিফর্মস অ্যাকশন প্ল্যান (বিআরএপি) ২০২০-র রিপোর্টে ত্রিপুরাকে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে উচ্চপর্যায়ে রাখা হয়েছে। সরকারের ইজ অব ডুয়িং বিজনেস নীতিকে আইনী সমর্থন দেওয়ার লক্ষ্যে 'ত্রিপুরা ইণ্ডাস্ট্রীজ (ফ্যাসিলিটেশন) অ্যাক্ট ২০১৮' প্রনীত হয়েছে। তেমনি 'দ্য ত্রিপুরা গ্যারান্টিড সার্ভিসেস টু সিটিজেনস অ্যাক্ট ২০২০'-এর মাধ্যমে সময়মত পরিষেবা প্রদানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য পলিসি ২০২২' রাজ্য প্রণয়ন করেছে।

রাজ্যে মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সরকারি চাকুরিতে রাজ্যে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ পদ সংরক্ষণ রাখা হয়েছে। ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসে শুধুমাত্র মহিলাদের নিয়ে একটি ব্যাটেলিয়ান গঠন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহিলাদের আর্থিক দিক দিয়ে স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে এবং তাদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার মহিলাদের নিয়ে স্বসহায়ক দল গঠনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি বলেন, গ্রামীণ গরিব অংশের ৪,১৬,২৯২ জন মহিলা ৪৬,৪৭৫টি মহিলা স্বসহায়ক দল, ১,৯৫০টি ভিলেজ অর্গানাইজেশন ও ৮৮টি ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশনের (সিএলএফ) সাথে যুক্ত রয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি মহিলা স্বসহায়ক দলগুলির প্রয়োজনীয়তাকে মেটানোর জন্য ৪০১.৯০ কোটি টাকা রিভলভিং ফাণ্ড (আরএফ) হিসেবে এবং কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফাণ্ড (সিআইএফ) হিসেবে ম'র করেছে। এছাড়া মহিলা স্বসহায়ক দলগুলি যাতে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কাজে অংশ নিতে পারে সেজন্য এই দলগুলিকে ৭২৪.৯২ কোটি টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনাথ, শিশু এবং মায়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে, তাদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে, নিরাপদ প্রসব সুনিশ্চিত করা, অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি কমিয়ে আনা ও রক্তাল্পতার হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার অবিরাম কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী মাত্র পুষ্টির উপহার নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করেছে যাতে ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের (ডিবিটি) মাধ্যমে প্রত্যেক গর্ভবতি মহিলাকে চার কিস্তিতে ৫০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকার এছাড়াও প্রথম সন্তানের জন্মের জন্য গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে এবং তাদের স্বাস্থ্যের অন্যান্য বিষয়ের দিকে নজর রেখে প্রধানমন্ত্রী মাত্র পুষ্টি বন্দনা যোজনা রূপায়ণ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিশুরা যাতে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার পেতে পারে সেই লক্ষ্যে চিফ মিনিস্টারস পোষণ অভিযানের মাধ্যমে নজর রাখা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্থানীয় দক্ষতা এবং পরম্পরার বিকাশ ও সংরক্ষণে রাজ্য সরকার ব্যাপকভাবে 'ভোক্যাল ফর লোক্যাল' নীতি প্রচার করে চলেছে। স্থানীয় উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সম্পদকে ব্যবহার করে ক্ষমতায়নের উদ্যোগ নেওয়ার লক্ষ্যেই এই নীতির ব্যাপক প্রচার চালানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য শিল্পক্ষেত্রে যেসব কাজের বা পেশার চাহিদা রয়েছে সেগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য রাজ্যে একটি 'স্কিল গ্যাপ স্ট্যাডি' শীর্ষক সমীক্ষা করা হয়েছে।

এই সমীক্ষা করা হয়েছে রাজ্যের যেসমস্ত প্রাক'তিক সম্পদ পাওয়া যায় সেগুলির উপর নির্ভরশীল শিল্পগুলিতে। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পর্যটকদের কাছে রাজ্যকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে রাজ্য সরকার একটি সার্বিক পরিকল্পনা নিয়েছে। সেজন্য ১ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই লক্ষ্যে রাজ্যের সর্বত্র উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পর্যটকদের জন্য থাকার জায়গার ব্যবস্থা করা, পর্যটন কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও উপযুক্ত মানবসম্পদ তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আয়ুর্বেদিক পার্ক, প'কর্ম কেন্দ্র, যোগ ব্যায়াম ও ওয়েলনেস কেন্দ্র, নেচারোপ্যাথি কেন্দ্রের মতো পরিকাঠামো গড়ে তুলে ত্রিপুরাকে একটি চিকিৎসা কেন্দ্রিক সুস্বস্থ্যের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার 'ত্রিপুরা মেডিক্যাল ট্যুরিজম পলিসি' চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পিএম গতিশক্তি প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজ্যকে 'ফার্স্ট মুভার' রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ১০৯.১৯ কোটি টাকা মূল্যের ৮টি প্রকল্প চিহ্নিত করে অর্থ ম'রির জন্য ভারত সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব ইণ্ডাস্ট্রি এণ্ড ইন্টারনেল ট্রেডের (ডিপিআইআইটি) কাছে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ৪টি প্রকল্পের জন্য ৩৫ কোটি টাকা ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রকের অধীন ব্যয় দপ্তরের ম'রি পাওয়া গেছে। দ্য ত্রিপুরা ইন্টিগ্রেটেড লজিস্টিক পলিসি-২০২২ তৈরি করা হয়েছে এবং ২০২৩ সালের ১৬ জানুয়ারি তা বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

কল্যাণপুরে মদের রমরমা গ্রেপ্তার দশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৭ মে।। দীর্ঘদিন ধরে কল্যাণপুর থানা এলাকায় বেশ কিছু বাজার সহ চৌমুহনী গুলোতে চলছে মদের রমরমা বাণিজ্য, যদিও পুলিশের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল। তারপরও বিভিন্ন সময়ই দেখা যায় বিভিন্ন ভাবে মদ সহ বিক্রেতাদের আটক করে থানার পুলিশ। শুক্রবার সন্ধ্যা রাত থেকে জেলা পুলিশের নির্দেশ ক্রমে কল্যাণপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তাপস মালাকার এর নেতৃত্বে থানার এসআই অঞ্জন দেববর্মা, এসআই প্রীতম দত্ত, এসআই প্রেমজিৎ রায় সহ অন্যান্য পুলিশ ও টি.এস.আর দের সঙ্গে নিয়ে বিশেষ অভিযানে বের হয়। এই অভিযানে গিয়ে বিভিন্ন বাজার ও চৌমুহনী থেকে মদ বিক্রেতা সহ সেবনকারী ও রাস্তায় অসংলগ্নতা অবস্থায় থাকা মোট ১০ জনকে আটক করে নিয়ে আসে থানায়। বলা চলে এই কয়েকদিনের মধ্যে বিশাল সাফল্য কল্যাণপুর থানা পুলিশের।আটক কৃত ১০জন হল- সমীর সূত্রধর (৪৫) বাড়ি গোপালনগর, সৌরভ পাল (২৭) কল্যাণপুর, বিমল বিশ্বাস (৬৫) মোহরছড়া, মতিলাল সরকার (৬০) মোহরছড়া, কানু দেবনাথ (৪৮) কমলনগর, শিবচরণ বর্মা (৫৮) অমর কলোনী, সুভাষ দেব (৫৮) অমর কলোনী, চন্দ্রকান্ত বর্মা (৪৮) অমর কলোনী, সঞ্জিব পাল (৩৬) আগরতলা সুভাষপল্লী, যতীন্দ্র শীল (৩২) কল্যাণপুর। আজকের বিশেষ অভিযান সম্পর্কে কল্যাণপুর থানার পুলিশ জানান আটককৃত ১০ জনকে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক আরো জানান এই ধরনের বিশেষ অভিযান প্রতিনিয়ত জারি থাকবে। এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন ওসি তাপস পালাকার।

নামার নির্দেশ কর্মীদের

● প্রথম পাতার পর

করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই কথাই জানান তিনি। তিনি বলেন, আগামী ২০-২৫ দিনের মধ্যেই এই কাজ সেরে ফেলা হবে। দলের তৃণমূল স্তর থেকে শুরু করে শীর্ষ স্তর পর্যন্ত রিকনস্ট্রাকশন করা। সংগঠনগুলিকে ঢেলে সাজানো হবে। তবে তিনি পরিষ্কার বলে দেন তিপ্রাসারা আমাদের ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন তাদের অধিকার রক্ষার জন্য আমাদের কথা বলতে হবে। ক্ষমতায় কোন সরকার রয়েছে তা আমাদের দেখার বিষয় নয়। অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সবাইকে একজোট হয়ে মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান রাখেন তিনি।

দলের নেতৃত্বের মধ্যে যে রদবদল হবে তা আগামী প্ল্যানারী অধিবেশনের মধ্যেই ঠিক করা হবে বলেও জানান তিনি। সঙ্গে যোগ করেন নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে গঠিত হাই পাওয়ার কমিটির রিপোর্টের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হবে ওই বৈঠকে। সম্ভবত ওই বৈঠক আগামী জুন মাসের ২৩ ও ২৪ তারিখ করার লক্ষ্য নেই এগুচ্ছে দল। এমনটা ইঙ্গিত দিলেন তিনি। এদিকে দলের টি এস এফ (ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফেডারেশন) প্রতিনিয়ত আন্দোলন জারি রেখেছে ককবরক ভাষাকে রোমান হরফে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে। আগামী দিনেও এই আন্দোলন জারি থাকবে বলে জানালেন সংগঠনের সহ-সভাপতি জন দেববর্মা। আজ প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন সিবিএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ককবরক রোমান হরফে করার দাবি জানিয়ে বিরোধী দলনেতা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই চিঠির উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি। দলের সুপ্রিমো থেকে শুরু করে বিরোধীদল নেতা এ নিয়ে বারবার রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তার উত্তর পাওয়া যায়নি সংগঠন তার উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে তিনি জানান। তবে তিনি অভিযোগ করেন গতকাল এই দাবি নিয়ে টি এস এফ সার্কিট হাউজের সামনে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে আন্দোলন কর্মসূচি করতে গিয়ে পুলিশের ধস্তাধস্তিতে সংগঠনের এক কর্মী গুরুতরভাবে আহত হন। এই ঘটনা নিন্দা জানিয়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ ব্যক্ত করেন তিনি। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে আগামী দিনে এই দাবি নিয়ে রাজ্য জুড়ে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলবে বলেও সংগঠনের সহ-সভাপতি জানান। তবে এদিনে মথার বৈঠক থেকে পরিষ্কার যে লোকসভা বিধানসভার উপনির্বাচন ও ভিলেজ কমিটির নির্বাচনের জন্য দলকে নতুনভাবে মজবুত করা হচ্ছে। দলের মধ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভ কিভাবে নিরসন করা যায় তা নিয়ে ও চুল চেরা বিশ্লেষণ হয়েছে বলে দলীয় সূত্রের খবর। এদিকে রাজনৈতিক মহলে চর্চা ভোটের আগে বলা হয়েছিল সরকার ক্ষমতায় এলে এডিসি কে ম্যাক্সিমাম অটোনমি এবং সরাসরি আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। এই বিষয় নিয়েও কিছুদিন আগেও ফেসবুক লাইভে মথার সুপ্রিম বলেছিলেন। গতকাল রাজভবনে অভিযানে গিয়েও এই সুর এই কথা বললেন তিনি। কিন্তু তার কোনটাই হলো না দেখে এবার সরাসরি মাঠে নামার জন্য দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিলেন তিনি। ইন্টার লোকেটরে প্রতিশ্রুতি ও যে বিশ বাঁও জলে তাও এখন হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেছেন তিনি। নির্বাচনের পর থেকে এখন গ্রেটার তিপ্রালান্ডের এবং সাংবিধানিক সল্যুশন নিয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রের বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বারবার কথা বলে কোন আশ্বাস না পেয়ে শেষ পর্যন্ত মৌনব্রত ভাঙলেন। বোবাগ্রা। দুদিন আগে শিলং থেকে রাজ্যে এসে অসুস্থ প্রদ্যুৎ দলের অটল মেরামত করতে এবং দলীয় কর্মীদের উজ্জীবিত করতে নতুন প্রয়াস নিলেন তিনি। এদিনের বৈঠকে দলের বিধায়ক থেকে শুরু করে এমডিসি এবং বিভিন্ন সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন এখন দেখার বিষয় ২০১৭ সালে তিপ্রা ল্যান্ডের দাবিতে আইপিএফটি যে আন্দোলন শুরু করেছিল মথা গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের আন্দোলন কতটা কার্যকরী হয় জনজাতিদের অধিকার রক্ষায়।

অনুষ্ঠিত

● প্রথম পাতার পর

একমাস ব্যাপী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বিজেপি।তাঁর দাবি, এই ৯ বছরে প্রধানমন্ত্রী জনস্বার্থে যে সব কাজ করছে তা জনতার সামনে তুলে ধরার বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। যুব মোর্চার নেতৃত্ব ও কার্যকর্তারা বাইক মিছিল, জন সম্পর্ক অভিযান সহ গ্রামে গ্রামে মানুষের কাছে গিয়ে সরকারের সুযোগ সুবিধা ও সাফল্য তুলে ধরবেন।

গোয়েন্দা ব্যর্থতা মেনে এগরার বিস্ফোরণে মাথানত করে ক্ষমা চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী

এগরা, ২৭ মে (হি. স.) অবৈধ বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ১১ দিনের মাথায় এগরার এলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত এবং আহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে নিজেই এ কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "এই ঘটনা থেকে আমাদের চোখ খুলে গিয়েছে। আগামী দু'মাসের মধ্যে রিপোর্ট আসবে। অবৈধ বাজি কারখানায় কাজ করে জীবন নষ্ট যেন না হয়। শুধুমাত্র গ্রিন ফায়ার ক্র্যাকারের ক্লাস্টার তৈরি হবে ফাঁকা জায়গায়। তাতে চাকরিটা বাঁচবে। এমন দুর্ঘটনাও হবে না।" এই ঘটনার জন্য মাথানত করে ক্ষমা প্রার্থনা করে স্বীকার করেন এই ঘটনায় প্রশাসনিক ব্যর্থতা ছিল।শনিবার খাদিকুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি এখানে জনসভা করতে আসিনি। তবে একটু আগেই আসা উচিত ছিল। কিন্তু কয়েক দিন আকাশ মেঘলা ছিল। তাই পরিস্থিতি আমায় অ্যালাউ করেনি। তবে আজ সকালেও যখন বৃষ্টি হচ্ছে আমরা রিস্ক নিয়ে বেরিয়ে আসছি। কারণ, আমাকে আসতেই হবে এক বার। আমি আপনাদের সকলের কাছে মাথা নত করে এই ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইছি।"মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "শব্দবাজি কারখানা অবৈধ। লোভে পড়ে অনেকে এই বাজি তৈরি করতে যান। তাতে প্রাণহানি হয়।" তিনি জানান, নিহতদের পরিবারের হাতে আড়াই লক্ষ করে টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে। এবং পরিবার পিছু একটি করে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হচ্ছে। মমতা নিহতদের পরিবারের সদস্যদের হাতে ওই চেক তুলে দিয়ে বলেন, "অন্তত সংসার চালান।"এর পর প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে মমতা বলেন, "নিহত এবং আহতদের পরিবারের দুঃখ কখনও শেষ হয় না। তবু লড়াই করতে হবে। এটা আমার হাতে ছিল না, আপনার হাতেও ছিল না। কিন্তু অবৈধ বাজি তৈরি করা ঠিক নয়। যিনি এ সব তৈরি করতেন (ভানু বাগ), তিনিও মারা গিয়েছেন। তাঁর পরিবারের দু'জনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে।" এর পর ভানু প্রসঙ্গে মমতা বলেন, "কটকে একটি নার্সিংহোমে নাম বদল করে ভর্তি ছিলেন। কিন্তু আমাদের পুলিশ সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁকে পুলিশ গ্রেফতারও করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার তিনি কিছু বলার আগে মৃত্যু হয় তাঁর।"এর পর তিনি স্থানীয়দের উদ্দেশে বলেন, "আপনারা নজর রাখুন অবৈধ বাজি যদি কোথাও তৈরি হয়, সঙ্গে সঙ্গে ওসিকে রিপোর্ট করবেন। যদি সেই ওসি অ্যাকশন না নেন, তা হলে আমার উপর ছেড়ে দেবেন। আমি দু'দিনে ওই ওসিকে চেঞ্জ (বদলি) করে দেব।"খাদিকুলকাণ্ডের পর এগরা থানার আইসি মৌসম চক্রবর্তীর বদলির ঘটনা উল্লেখ করে প্রশাসনিক গলদের কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন পুলিশমন্ত্রী মমতা। তিনি বলেন, "এখানেও নতুন ওসি এসেছেন। আগে যিনি ছিলেন, তাঁকে বলা সত্ত্বেও তিনি অ্যাকশন নেননি বলে শুনেছি। সঠিক সময়ে ইন্টেলিজেন্স (গোয়েন্দা) যদি কাজ করত, তা হলে এমন জিনিস ঘটত না।" মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, ভিন্‌রাজ্য থেকে অস্ত্র আমদানি করা হচ্ছে বাংলায়। তেমনই এখান থেকে ওড়িশার মতো পড়শি রাজ্যে শব্দবাজি ইত্যাদি যায়। পুলিশকে তাঁর নির্দেশ, "তাই বর্ডারগুলো সিল করুন। যে ছেলেমেয়েরা হোমগার্ডে চাকরি পেয়েছেন, এঁদের ওই বর্ডারে নিযুক্ত করুন। এঁরা এলাকাগুলো চিনতে পারবেন। তাতে তাঁদের বাইরেও যেতে হবে না। নিজের এলাকাও ভাল করে চিনতে পারবেন। সরাসরি পুলিশের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ করতে পারবেন।"প্রসঙ্গত, গত ১৬ মে এগারার খাদিকুলে বেআইনি বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে ১১ জন মারা যান। এই বিস্ফোরণে মূল অভিযুক্ত কৃষ্ণপদ বাগ ওরফে ভানু বাগ ওড়ি শার কটকে এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অন্দ্যহস্য মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় তদন্ত করছে সিআইডি। এপর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে ভানুর স্ত্রী, ছেলে, ভাগ্নে সহ একাধিক ব্যক্তি।

নীতি আয়োগের বৈঠক বয়কটে আদতে সত্যিই কতটা ক্ষতি পঃবঙ্গের

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৭ মে (হি. স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিন্দ কেজরীওয়াল, ভগবন্ত মানের পরে নীতীশ কুমার এবং কে চন্দ্রশেখর রাও। সঙ্গে এম কে স্ট্যালিন, পিনারাই বিজয়ন, অশোক গহলৌতও। দিল্লিতে নীতি আয়োগের শনিবারের বৈঠকে ক্রমশই দীর্ঘতর হয়েছে

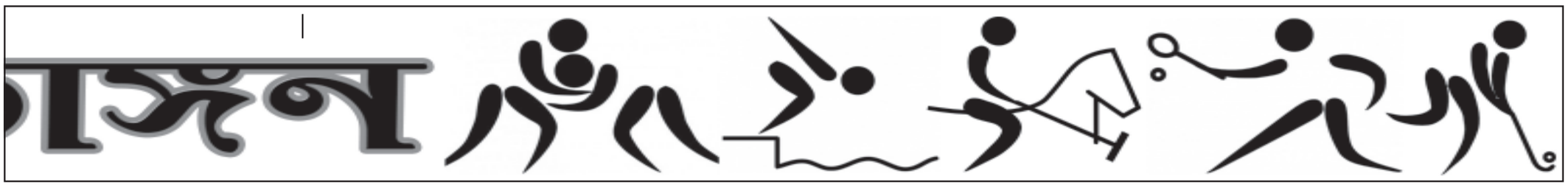

সৌমেন, তন্ময়ের জোড়া শতরানে বড় স্কোর চলমানের, ব্যাকফুটে ব্লাড

চলমান:- ৩৫৮/৭(৭৩)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। জোড়া শতরানে সমৃদ্ধ চলমান সংঘের ইনিংস। একদিকে সৌমেন মাহান্তি, অপরদিকে তন্ময় ঘোষ।

শুরুতে ১১ রানের মধ্যে তন্ময় দাস ও আরমান হোসেনের ওপেনিং জুটি প্যাভিলিয়নে ফিরতেই চলমান সংঘের অবস্থা কিছুটা সঙ্গীন হয়েছিল। অতঃপর সৌমেন মাহান্তি ও তন্ময় ঘোষ জুটির অনবদ্য ব্যাটিং স্কোরবোর্ড-এর চেহারাটাই পাল্টে দেয়। এই জুটি দলের জন্য ২২৭ রান সংগ্রহ করে দেয়। খেলা হচ্ছে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এ-ডিভিশন সুপারফোর সুপার লিগের খেলা চলমান সংঘ ও ব্লাডমাউথ ক্লাবের ম্যাচ। নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে। প্রথম রাউন্ডের খেলায় চলমান সংঘ ইতোমধ্যে নয় উইকেটে পোলস্টার ক্লাবকে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকায় এককভাবে শীর্ষে অবস্থান করছে। শনিবার সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ব্লাড মাউথ প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে চলমান সংঘ দিনভর খেলে ৭৩ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়।

ইতোমধ্যে ৭ উইকেট হারিয়ে ৩৫৮ রান সংগ্রহ করে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়। দলের পক্ষে সৌমেন মাহান্তির ১২৪ রান এবং তন্ময় ঘোষের ১২৩ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। সৌমেন ১৯৬ বল খেলে ১৬ টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১২৪ রান সংগ্রহ করে। তন্ময় ১২৩ রান পেয়েছে ১৪৭ বল খেলে ১৭ টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি মেরে। শেষ দিকে জয়দেব দেব ৩১ রানে অপরাজিত থাকে। সঙ্গে অর্কজিৎ পালও অপরাজিত ছিলে ১১ রানে। এদিকে ব্লাড মাউথের বোলার মনির হোসেন ১১৬ রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া রণদীপ পাল, দেবতনু পাল ও রীতেশ রায় প্রত্যেককে একটি করে উইকেট পেয়েছে। আগামীকাল ব্লাডমাউথের ব্যাটার্সরা কেমন জবাব দেয় তাই এখন দেখার বিষয়।

স্কুল পড়ুয়া ফুটবলার খাসরাঙ আর নেই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। স্কুল পড়ুয়া আরও একজন খেলোয়াড় ঝরে গেলো আজ। একেবারে না ফেরার দেশে। জীবনে বড় ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখতো। অনূর্ধ ১৫ অনেক ফুটবল আসরে সাডেন ডেথে প্রতিপক্ষকে একাধিকবার হারালেও সেই সাডেন ডেথে আজ নিজেই হেরে গেল স্পোর্টস স্কুলের অনেকেরই প্রিয় ছাত্র তথা ফুটবলার খাসরাঙ জমাতিয়া।

পিতা গিরেন্দ্র মোহন জমাতিয়া, কৃষক। জোয়িংবাড়ী, কিল্লা থেকে ২০২২ সালে ৮ম শ্রেণীতে ভর্তি হয় বাধারঘাটস্থিত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে।

এখন ৯ম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। বাড়ির তার মা, এক দিদি রয়েছে কলেজে পরে। সে খুব ভালোই ফুটবল খেলত, সুশান্ত দেববর্মার ছাত্র। বয়স মাত্র ১৪। গ্রীস্মের ছুটি কাটাতে আজই বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল। গ্রীস্মের ছুটি কাটানোর আগেই বাবার কোলে ছুটি নিয়ে নিল। দুপুরে খাবার আগে হঠাৎ একটু বমি করে। ওর বাবাও ছিল তখন।

সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে যাওয়ার পথেই বাবার কোলে মাথা ঠেকিয়ে চিরতরে বিদায় নিল সে। জি বি তে স্কুলের আধিকারীক, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা ও প্রশিক্ষকরা সবাই শেষ শ্রদ্ধা ও ফুলের মালা দিয়ে চিরবিদায় জানিয়েছেন। কিল্লাই তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। বলা বাহুল্য, মানুষ মরণশীল, তবে এ ধরনের অকাল প্রয়াণ শোকস্তব্ধ করে তুলে পুরো মহলকে।

সাগর, শচীনের জোড়া অর্ধশতকে লিড নেওয়ার প্রয়াস বিসিসি-র

বিসিসি:- ২৭৯/৮(৭৫)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। জোড়া অর্ধশতকে একদিকে বড় স্কোর এবং অপরদিকে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার প্রত্যাশা করছে বিসিসি। আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিনে পোলস্টারের ব্যাটার্সরা কেমন জবাব দেয়, তার উপর নির্ভর করছে ম্যাচের ভবিষ্যৎ। একদিকে সাগর শর্মা, অপরদিকে শচীন শর্মার অনবদ্য ব্যাটিং বিসিসি-কে অনেকটা বিপন্মুক্ত করে তোলে। শুরুতে ২৬ রানের মধ্যে দীপঙ্কর ভাটনগর ও বাবুল দে-র ওপেনিং জুটি এবং পরে অরিজিৎ দেবনাথ আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরতেই বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের অবস্থা কিছুটা খারাপ হয়েছিল। অতঃপর সাগর শর্মা ও শচীন শর্মা জুটির অনবদ্য ব্যাটিং স্কোরবোর্ড অনেকটা ভদ্রস্থ করে তোলে। এই জুটি দলের জন্য ১৬০ রান সংগ্রহ করে দেয়। খেলা হচ্ছে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এ-ডিভিশন সুপারফোর সুপার লিগের খেলা বিসিসি ও পোলস্টার ক্লাবের ম্যাচ। এমবিবি স্টেডিয়ামে খেলা। প্রথম রাউন্ডের খেলায় বিসিসি ইতোমধ্যে ব্লাড মাউথের সঙ্গে ড্র ম্যাচে প্রথম ইনিংসে লিভ নেওয়ার সুবাদে ৩ পয়েন্ট পেয়ে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় শীর্ষে অবস্থান করছে। শনিবার সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। দিনভর খেলে ৭৫ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ৮ উইকেট হারিয়ে ২৭৯ রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে সাগর শর্মার ৭৯ রান এবং শচীন শর্মার ৭২ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। সাগর ১৩০ বল খেলে ১১টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭৯ রান সংগ্রহ করে। শচীন ৭২ রান পেয়েছে ১২৮ বল খেলে ১০ টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারি মেরে। রিয়াজ উদ্দিন এর ৩৯ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। এদিকে পোলস্টার ক্লাবের বোলার কাজল সূত্রধর, অরিন্দম বর্মন ও অমরেশ দাস প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, শিবম পান্ডে ও দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। আগামীকাল বিসিসি কতটুকু রাম সংগ্রহ করে এবং জবাবে পোলস্টারের ব্যাটার্সরা কেমন জবাব দেয় তার উপর নির্ভর করছে ম্যাচের ফলাফল।

প্রাক্তন ক্রিকেটার রাজা দেববর্মার প্রয়াণে শোক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং কোচ রাজা দেববর্মার আকস্মিক প্রয়াণে প্রগতি প্লে সেন্টারের পক্ষ থেকে গভীর শোক জানানো হয়েছে। ক্রিকেট অনুরাগী এবং শান্তিরবাজার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনেও প্রগতি প্লে সেন্টার এর মতো এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। হঠাৎ করে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাক্তন ক্রিকেটার ও কোচ রাজা দেববর্মা দুদিন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে আজ শনিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। উল্লেখ্য, দুদিন আগে শারীরিক অসুস্থতা তথা হঠাৎ করে হৃদরোগে আক্রান্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার প্রচন্ড স্বাস্থ্যাবনতি ঘটে। আজ তিনি পাড়ি দিয়েছেন না ফেরার দেশে। তার বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করে শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতিও প্রগতি প্লে সেন্টার, ক্রিকেট অনুরাগী এবং শান্তিরবাজার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন সহ সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া মহল থেকে সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

সোনামুড়ায় সিনিয়র ক্লাব ক্রিকেটে ৯ উইকেটে জয়ী শতদল সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। জয় পেলো শতদল সঙ্ঘ। ৯ উইকেটে পরাজিত করলে বীরবিক্রম ক্লাবকে। সোনামুড়া মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটে। মেলাঘর মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বীরবিক্রম ক্লাবের গড়া ৮৩ রানের জবাবে শতদল সঙ্ঘ ১ উইকেট হারিয়ে প্রযোজনীয় রান তুলে নেয়।

বিজয়ী দলের প্রণব দাস ৪৯ রান করেন। শনিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে বীরবিক্রম ক্লাব মাত্র ৮৩ রান করে। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ২৯ রান পায় অতিরিক্ত খাতে।

এছআড়া দলের পক্ষে রবীন্দ্র দেববর্মা ১৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। শতদল সঙ্ঘের পক্ষে অভিজিৎ দেববর্মা (২/৬), দলনায়ক প্রীতম বর্মন (২/১০), বচ্চন দাস (২/১০) এবং সুরজিৎ দাস (২/২৩) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ১০.২ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় শতদল সঙ্ঘ। দলের পক্ষে প্রণব দাস ৪১ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৯ রানে এবং রাজু দাস ২০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্য এ২৩ রানে অপরাজিত থেকে যান।

লংতরাইভ্যালিতে ক্লাব লীগ ক্রিকেটে সুপার ফোরের লড়াই আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচ আগামীকাল। তাতে মুখোমুখি হবে শান্তি নিকেতন সঙ্ঘ এবং ইয়ং ব্লাড ক্লাব। ঘাঘরাছড়া স্কুল মাঠে হবে ম্যাচটি। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটের সুপার ফোরে। আসরের শেষ চারে উঠেছে শান্তি নিকেতন সঙ্ঘ, ইয়ং ব্লাড ক্লাব, আইতরমা এবং তরুণ সঙ্ঘ। সবকটি দলই খেতাব জয়ের জন্য জোড় প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বলে মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা সূত্রে জানা গেছে।

খুদে দাবারুদের রাজ্য আসর ৩ জুন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। এগিয়ে আনা হলো রাজ্য দাবা। ১০-১১ জুন হওয়ার কথা ছিলো রাজ্য অনূর্ধ-৭ দাবা প্রতিযোগিতা। ওই সময় ভুবনেশ্বরে কিটস-এ স্কুল দাবা প্রতিযোগিতা হওয়ায় বাধ্য হয়েই এগিয়ে আনা হবে রাজ্য অনূর্ধ-৭ এবং মহিলা দাবা প্রতিযোগিতা। নতুন সূচী অনুযায়ি ৩-৪ জুন হবে দুই বিভাগে রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতা। ৬ রাউন্ডের হবে খেলা। অংশ নিতে ইচ্ছুক দাবাড়ুদের ২ জুন-এরমধ্যে ৫০০ টাকা এন্ট্রি ফি সহ নাম জমা দিতে অনুরোধ করেছেন উদ্যোক্তা কমিটির সচিব অভিজিৎ ঘোষ।

ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। আগামীকাল হবে চতুর্থ ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশীপ। ধলেশ্বর প্রান্তিক ক্লাবে। রবিবার সকাল থেকে আসর শুরু হলেও উদ্বোধন হবে ১১ টায়। আসরের উদ্বোধন করবেন ত্রিপুরার অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা। এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত থাকবেন ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব সরযূ চক্রবর্তী, ত্রিপুরার অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায়, ২৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুখময় সাহা, ২৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সীমা দেবনাথ এবং শতদল সঙ্ঘের সচিব অধীর দেবনাথ। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করবেন রাজ্য সংস্থার সভাপতি দিব্যেন্দু দত্ত। এদিকে রাজ্য আসরে ৮ জেলার প্রায় ২২০ জন খেলোয়াড় অংশ নেবে বলে জানা গেছে।

আসর সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য জোড় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানান রাজ্য সংস্থার সচিব কৃষ্ণ সূত্রধর।

সুপার লিগ শুরু ৫ জুন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। জে সি মেমোরিয়াল সুপার লীগ ২০১৯-২০ শুরু হচ্ছে ৫ জুন থেকে। তৎকালীন সময়ে বিপুল মজুমদার স্মৃতি লীগ ক্রিকেটে সেরা চার দল ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, স্ফুলিঙ্গ, জেসিসি এবং কসমোপলিটন ক্লাব খেলবে এই জে সি মেমোরিয়াল সুপার ফোর সুপার লিগে। এবার ম্যাচ তিন দিনের দুই ইনিংসে। টুর্নামেন্ট পুরোপুরি ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের ২০২২-২৩ টুর্নামেন্ট বিধি অনুযায়ী চলবে। সাড়ে আটটা থেকে ১১ টা পর্যন্ত প্রথম সেশন, ৪০ মিনিট লাঞ্চ টাইমের পর ১:৪০ মিনিট পর্যন্ত দ্বিতীয় সেশন। কুড়ি মিনিটের টি-ব্র্যাকের পর সাড়ে তিনটা পর্যন্ত সেকেন্ড সেশন।

ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে সংস্কৃতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। উৎসবের মেজাজে শুক্রবার ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল প্রাঙ্গনে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪ তম জন্মদিন পালন করা হয়। কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষিক শিক্ষিকারা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাছাড়া ইকো- ক্লাবের উদ্যোগে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। ৪০ জন বালিকা এবং ২১ জন বালক বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এই অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা বিনা মগ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

PNIeT No:- 07/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24
Single bid percentage rate e-tender is invited for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No.13/SE/DWS/C/AMB/2023-24	Rs. 10460162.00	Rs. 209203.00	180 (one hundred eighty) days	Appropriate Class
2	DNIeT No.16/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24	Rs. 5979682.00	Rs. 119594.00	180 (one hundred eighty) days	
3	DNIeT No.17/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24	Rs. 4422669.00	Rs. 88453.00	180 (one hundred eighty) days	

- Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 16-06-2023 up to 15.00 Hrs
- Date and Time for Opening of BID : 17-06-2023 at 16.00 Hrs.
- Website for Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.gov.in
- Tender Fee : 1000.00 each for Sl No 03 & 4000 each for Sl No 01 & 02. (non refundable).
- Deposit of Tender Fee & EMD to be done by online payment mode as specified in DNIeT through https://tripuratenders.gov.in for any query M-9436355955 / 03826-267230

All details are available in the https://tripuratenders.gov.in / www.eprocure.gov.in/epublishing

23/05/2023

(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA/C-717/23

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

প্রদেশ যুব মোর্চার কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। ছবি নিজস্ব।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ মে।। জাতীয় সড়কে দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই! ঘটনা, তেলিয়ামুড়া থানাধীন খামতিং বাড়ি এলাকায় শনিবার বিকেল নাগাদ। প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। সংবাদে প্রকাশ, অসম আগরতলা জাতীয় সড়কের খামতিং বাড়ি এলাকায় তেলিয়ামুড়ার দিক থেকে আগরতলার দিকে যাওয়া একটি ১০ চাকার লরির সাথে একটি ছয় চাকার কন্টেইনার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে পা ও মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়ে গুরুতর আহত হয় দুটি গাড়িতে থাকা দুই ব্যাক্তি। দুর্ঘটনার বিকট শব্দে ছুটে আসে এলাকার লোকজন এবং তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা তড়িঘড়ি দুর্ঘটনস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। আহতদের মধ্যে কন্টেইনার গাড়িটির চালক বরুণ সরকার মাথায় এবং পায়ে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আশঙ্কা জনক অবস্থায় রয়েছে। অন্যদিকে, এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় লরিটির সহ চালক ফিরোজ রিয়াং মাথায় গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। দুজনের অবস্থাই গুরুতর হওয়াতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তৎক্ষণাৎ তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজধানী আগরতলার জিবি হাসপাতালের রেফার করে দেয়।এই দুর্ঘটনা ঘটার পরই,১০ চাকার লরিটির চালক দুর্ঘটনা স্থল থেকে পালিয়ে যায়। এদিকে তেলিয়ামুড়া থানা এলাকায় প্রায় প্রতিদিন একের পর এক লাগামহীন যান দুর্ঘটনায় তেলিয়ামুড়ার ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে রীতিমত নানাহ প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে।

রক্তদান মানবতার সবচেয়ে বৃহত্তম অর্ঘ্য: সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। রক্তদান মানবতার সবচেয়ে বৃহত্তম অর্ঘ্য। যার মাধ্যমে মানুষ একে অপরের পাশে দাড়িয়ে মানববন্ধনকে আরো শক্তিশালী করতে পারেন। আজ ওএনজিসি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন অফ ত্রিপুরার প্রথম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন-২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরে একথা বললেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন, মানুষের কল্যানে ত্রিপুরা সরকার প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে রক্তদানের মাধ্যমে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে ওনজিসি।তিনি আরও বলেন, ওনজিসি ত্রিপুরার উন্নয়নে অবদানের ভূমিকা অপরিসীম। তার পাশাপাশি সামাজিক কর্মের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এদিন রক্তদান শিবিরে সর্বমোট ১৫০ জন দাতা রক্তদান করেছেন বলে জানান তিনি। তাঁর দাবি, অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের প্ররোচণা আসবে। এই সামাজিক দায়বদ্ধ পালনের মঞ্চকে ভাঙার চেষ্টা হবে। কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ মাধ্যমে যে সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে তা সকলে মিলে অক্ষুন্ন রাখবেন। ঐক্যের সম্প্রসারণের কোন বিকল্প নেই। আগামী দিনে সুদৃঢ় ঐক্যের মধ্যে দিয়েই নিরন্তর এবং নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমেই এই সংগঠন এগিয়ে যাবে বলে আশা ব্যক্ত করে বলেন তিনি।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মচারী বিনোদন সংস্থার উদ্যোগে রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মচারী বিনোদন সংস্থার উদ্যোগে এক মনো' সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী এই দুই মহান মনীষীর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের বিভিন্ন কাজে অংশ নেওয়ার জন্যে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বিশেষ অতিথির ভাষণে প্রিন্টিং ও স্টেশনারী দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস বলেন, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল আজও সমান প্রাসঙ্গিক। সমাজকে এগিয়ে চলার পথে এই দুই মনীষী আমাদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। সভাপতির ভাষণে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভ-চার্য বলেন, সংস্ক'তি আমাদের জীবনের অঙ্গ। আমরা যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন যেকোন সমস্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্যের শরনাপন্ন হতে হবে। তিনি বলেন, দপ্তরের কর্মচারী বিনোদন সংস্থার এই আয়োজন প্রশংসার দাবি রাখে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের বিনোদন সংস্থার সম্পাদক বিরলাল দেববর্মা। অনুষ্ঠানে দপ্তরের আধিকারিক এবং কর্মচারীগণ সংগীত, নৃত্য এবং কবিতা আবৃত্তির মধ্যদিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মরণ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে সংগীত পরিবেশন করেন দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। এই অনুষ্ঠানে সাম্পতিক অতীতে দপ্তরের যে সমস্ত কর্মচারী চাকুরি জীবন থেকে অবসরে গেছেন তাদের সংবর্ধনা 'পন করা হয়।

যাত্রী ভর্তি গাড়ি উল্টে নিহত চার আহত একাধিক

খুন্টি, ২৭ মে (হি. স.) : সায়কে থেকে আদকির রাইতোডাং হয়ে চাতাম হুতুব গ্রামের দিকে যাওয়ার পথে বনাঞ্চলের উপত্যকায় যাত্রী ভর্তি একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে উল্টে যায়। এই দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা চারজন নিহত ও বহু মানুষ আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার গভীর রাতে।

নিহতদের মধ্যে আডকি থানার অন্তর্গত মাধাতু টোলা মালুটি গ্রামের গ্রাম প্রধান গিদেন ভেংরা (৩৮) ও তার স্ত্রী সেতেং ভেংরা (৩৭) ঘটনাস্থলেই মারা যান, বিরসা তোপনো (৩৫) এবং চাতাম হুতুব গ্রামের মতি চুটিয়া গুরুতর আহত হন। খুন্টি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গভীর রাতে পূর্তি (১৮) নামে এক কিশোরীর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় আহত আট গ্রামবাসীকে সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতালে ভর্তি আহতরা জানান, শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই গাড়িতে করে তারা সাইকো সাপ্তাহিক হাট থেকে গ্রামে ফিরছিলেন।আহতদের মতে, যাত্রীবাহী গাড়ির চালক মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। মদ্যপ অবস্থায় চালক উপত্যকার খাড়া ঢালে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং গাড়িটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে দুবার রাস্তায় উল্টে যায়। দুর্ঘটনার পর হইচই পড়ে যায়। পরে কয়েকজন গ্রামবাসী ঘটনাটি জানতে পারলে আদকি থানা পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে আদকি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আশেপাশের গ্রামবাসীর সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে অন্য একটি গাড়িতে চিকিৎসার জন্য সদর হাসপাতালে পাঠায়। দুর্ঘটনার পর গাড়ির চালক পালিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনায় নিহত চারজনের মৃতদেহ শনিবার সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্ত শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

অভিষেক-মমতা ভয় পেলেই জয় শ্রীরাম শুনতে পান, কটাক্ষ সুকান্ত''র

বীরভূম, ২৭ মে (হি. স.) : তাঁর কনভয়ে হামলা প্রসঙ্গে ঘুরপথে বিজেপিকে নিশানা করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে মিশে গিয়ে বিজেপি এই হামলা চালিয়েছে। এবার এ নিয়েই পালটা দিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর কটাক্ষ, ভয় পেলেই অভিষেক ও তাঁর পিসি ''জয় শ্রী রাম'' শুনতে পান।স্বপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে অভিষেক বলেছেন, হামলার সময় তিনি ''জয় শ্রী রাম'' ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। কুড়মি সমাজ এই ধরনের ধ্বনি ব্যবহার করে না। তাই অভিষেকের অনুমান, হামলার নেপথ্যে বিজেপির চক্রান্ত আছে। শনিবার সুকান্তবাবু বলেন, 'তৃণমূল চাইছে আদিবাসী ও কুড়মি সমাজের মধ্যে লড়াই তৈরি করে দিতে। নিজেরা করে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়া তৃণমূলের স্বভাব। আমরা হিংসায় বিশ্বাস করি না। সব কিছু আলোচনার মাধ্যম দিয়ে সমাধান করা সম্ভব।' কুড়মি সমাজের হামলার পিছনে প্রত্যক্ষভাবে বিজেপির হাত রয়েছে বলেও সরাসরি লোধাশুলির সভা থেকে অভিযোগ করেন অভিষেক। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, আদতে আদিবাসী কুড়মি সমাজের নাম করে বিজেপি পিছন থেকে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আড়াল থেকে বিজেপি কর্মীরা এর মদত দিচ্ছে।

পাশাপাশি কুড়মি আন্দোলনকারীদের মুখে ''জয় শ্রীরাম'' স্লোগান কেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এই বিষয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর পিসি, এদের দু''জনের কানে জয় শ্রীরাম বাজে। এখন যেখানে সেখানে জয় শ্রী রাম শুনতে পাচ্ছেন। আসলে ওদের বিজেপি-ভীতি হয়ে গিয়েছে। 'জয় শ্রীরামভীতি' হয়ে গিয়েছে। যেখানেই ভয় পান সেখানে জয় শ্রীরাম শুনতে পান।' বিজেপির একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল বীরভূমের তারাপীঠে। সেই শিবিরে যোগ দিতে শুক্রবার রাতেই তারাপীঠে পৌঁছে যান সুকান্ত মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী বিএল সন্তোষজিও। সকাল ৯টা থেকে প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দেওয়ার আগে মা তারার পুজো দেন সুকান্ত মজুমদার ও বিএল সন্তোষজী। প্রশিক্ষণ শিবির শুরুর আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গতকাল রাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে হামলার প্রশ্নের উত্তর দেন সুকান্তবাবু।

কর্নাটকে অর্থ-সহ একাধিক দফতর নিজের হাতে রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া

বেঙ্গালুরু, ২৭ মে (হি.স.) : শনিবার দ্বিতীয় দফায় মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণের পরেই মন্ত্রীদের মধ্যে দফতর বন্টন করলেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। অর্থ, গোয়েন্দা-সহ একাধিক দফতর নিজের হাতে রেখেছেন তিনি। উপমুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার পেয়েছেন সেচ ও বেঙ্গালুরু শহর উন্নয়ন দফতরের দায়িত্ব। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর য়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী জি পরমেশ্বরাকে। খাদ্য ও গণ সরবরাহের দায়িত্ব পেয়েছেন কে এইচ মুনিয়াপ্পা।শনিবারই কর্নাটকে নতুন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন আরও ২৪ কংগ্রেস বিধায়ক। প্রথম দফায় মুখ্যমন্ত্রী-উপমুখ্যমন্ত্রী-সহ শপথ নিয়েছিলেন ১০ জন। সবমিলিয়ে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেলেন ৩৪ জন। প্রত্যেককেই পূর্ণ মন্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভায় একমাত্র মহিলা হিসেবে ঠাঁই পেয়েছেন লক্ষ্মী হেব্বালকার।

এদিন শপথ নেওয়া ২৪ মন্ত্রীর মধ্যে ১২ জনই নবাগত। মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণের পরেই মন্ত্রীদের মধ্যে দফতর বন্টন করে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্পনা দফতরের মন্ত্রী হয়েছেন প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি দীনেশ গুণ্ডুরাও। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের ছেলে প্রিয়ঙ্ক খাড়গে গ্রামীণ ও পঞ্চায়েতিরাজ দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন। সামাজিক কল্যাণ দফতর দেওয়া হয়েছে এইচ সি মহাদেবাপ্পাকে। শক্তি দফতর জুটেছে কে জি জর্জের ভাগ্যে। সতীশ জারিকিহোলি পেয়েছেন পূর্ত দফতরের দায়িত্ব। এইচ কে পাতিল পেয়েছেন আইন ও পরিষদীয় দফতরের দায়িত্ব। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া নিজের হাতে রেখেছেন অর্থ, ক্যাবিনেট অ্যাফেয়ার্স, কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার, গোয়েন্দা, তথ্য-সহ একাধিক দফতর। লক্ষ্মী হেব্বালকরকে নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সমবায় দফতরের মন্ত্রী হয়েছেন কে এন রানজনা। উচ্চ শিক্ষা দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন শরণপ্রকাশ পাতিলের কাঁধে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সাইকেল র‍্যালী অনুষ্ঠিত আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। শনিবার সাইক্লোলিক ফাউন্ডেশন এবং আসাম রাইফেল এর উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে এক সাইকেল রেলি অনুষ্ঠিত হয়।জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে শনিবার সাইক্লোলিক ফাউন্ডেশন এবং আসাম রাইফেল এর উদ্যোগে আগরতলা শহরে এক বাইসাইকেল রেলি সংঘটিত করা হয়। রেলির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে ড সন্দীপ দাস জানান, দেশে এবং আমাদের রাজ্যে যানবাহনের সংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে গেছে। একজন লোক অফিসে যাওয়ার জন্য ব্যক্তিগত একটি গাড়ির ব্যবহার করছেন। প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে বাইক এবং গাড়ি রয়েছে। এর ফলে পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা এবং জনস্বাস্থ্য বজায় রাখার লক্ষ্যে বাইসাইকেল চালানো খুবই উপকারী বলে ফাউন্ডেশন এর কর্মকর্তা ডঃ সন্দীপ দাস জানিয়েছেন। সে কারণেই প্রত্যেককে বাইসাইকেল চালানোর জন্য ফাউন্ডেশন এর তরফ থেকে আবেদন জানানো হয়েছে।

এবিভিপির কোচিং সেন্টার পরিদর্শন করলেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৭ মে।। জোলাইবাড়ীতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ফ্রী কোচিং সেন্টার পরিদর্শন করলেন মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রে পরিবর্তনের পর মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়ার অনুপ্রেরনায় কাজ করেযাচ্ছে সকলে। জোলাইবাড়ীর লোকজন একত্রিত হয়ে জনপ্রীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়ার আদর্শে কাজ করেযাচ্ছেন। এরইমধ্যে গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে গরীব অংশের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্দ্যোগে ফ্রি কোচিং এর ব্যাবস্থা করাহয়। শনিবার এই ফ্রী কোচিং সেন্টার পরিদর্ন করলেন জোলাইবাড়ী বাসীর নয়নের মনি মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া ফ্রি কোচিং সেন্টার পরিদর্শনের পাশাপাশি কোচিং সেন্টারে পাঠরত ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। তার পাশাপাশি ছাত্র ছাত্রীদের নেশামুক্ত সমাজ ও বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ গরার লক্ষ্যে সহযোগিতা করার বিশেষ আহব্বান জানান। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের এইধরনের উদ্দ্যোগকে সাধুবাদ জানালেন মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। আজকের দিনে মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়াকে কাছে পেয়ে খোবই আনন্দিত ছাত্র ছাত্রীরা।

ইসলামপুরে দাড়িভিট কাণ্ডের তদন্তে ইসলামপুরে এনআইএ-র তদন্তকারী দল

ইসলামপুর,২৭ মে (হি. স.) : দাড়িভিট কাণ্ডের তদন্তে ইসলামপুরে এসেছেন এনআইএ-র তদন্তকারী দল। শনিবার দলের সদস্যরা মৃত রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মনের স্কুল চত্বরে যান। বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন গোয়েন্দারা। তবে প্রাথমিকভাবে খুবই অল্প সময়ের জন্য তাঁরা এসেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। মৃত রাজেশ ও তাপসের পরিবারের সঙ্গেও এনআইএ-র কথা হয়েছে কী না তা জানা যায়নি। অন্যদিকে, এনআইএ-র দাড়িভিটে আসা নিয়ে মুখ খুলতে চায়নি রাজেশ ও তাপসের পরিবার। প্রতিনিধি দলের সদস্যরাও সংবাদমাধ্যমকে কিছু জানাননি। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বরে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের দাড়িভিট হাইস্কুল। অবরোধ থেকে শুরু করে ইট পাথর ছোড়ার মতো ঘটনাও ঘটে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আনতে পেরে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। সেই গুলিতেই মৃত্যু হয় দাড়িভিট হাইস্কুলের ছাত্র রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মনের। এই ঘটনার পর উত্তাল হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। রাজেশ ও তাপসের পরিবার সিবিআই তদন্তের দাবি জানায়। ঘটনার পাঁচদিন পর তদন্ত ভার নেয় সিআইডি। সিআইডি তদন্তে জানা যায়, কোনও ভারি ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ছোড়া গুলিতে রাজেশ, তাপসকে মারা হয়েছে। যদিও সিআইডি কোনও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি। সম্প্রতি হাইকোর্ট তার পর্যবেক্ষণে জানায়, তারা সিআইডি তদন্তের অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট নয়। তারপরই এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়।

কৃষি দফতরে চাকরির নামে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা, অভিযুক্ত তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির ভাগ্নে

রায়গঞ্জ, ২৭ মে (হি.স.) : কৃষি দফতরে চাকরি দেওয়ার নামে ভুয়ো নিয়োগপত্র দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতির ভাগ্নের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি নাম জড়িয়েছে অঞ্চল সভাপতি ও তাঁর দাদারও। রায়গঞ্জ ব্লকের ১৪ নম্বর কমলাবাড়ির কসবা মাহেসো এলাকার ঘটনা।প্রতারিত চাকরি প্রার্থীদের অভিযোগ, দুই মামার উপস্থিতিতে ভাগ্নে চাকরির নামে তাঁদের থেকে টাকা নিয়েছে। চাকরি না হওয়ায় টাকা ফেরতের দাবিতে শনিবার প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি উত্তম ঘোষের বাড়ির গেটের সামনে ধর্নায় বসেন চাকরি প্রার্থীরা। ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়ালে কর্ণজোড়া ফাঁড়ির পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিষয়টি জানাজানি হতেই গ্রামের মানুষ সেখানে ভিড় করে।চাকরি প্রার্থীদের অভিযোগ, উত্তমবাবুর ভাগ্নে মিঠুন ঘোষ মামাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে কৃষি দফতরে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মী পদে চাকরি দেওয়ার নামে ১১ লক্ষ করে টাকা নিয়েছে। সে নিজে স্থানীয় একটি বেসরকারি বিএড কলেজে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী পদে কর্মরত।এদিন উত্তমবাবু প্রথমে প্রকাশ্যে না এলেও পরে সাংবাদিকদের চাপে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন। তিনি বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। টাকা লেনদেনের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। সত্যিটা অবশ্যই প্রকাশ পাবে।'

অসমের ২৮ জেলা থেকে প্রত্যাহার আফসপা, জানান পুলিশ-প্রধান জিপি সিং

গুয়াহাটি, ২৭ মে (হি.স.) : অসমের ৩৫টি জেলার মধ্যে ২৮টি জেলা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন বা আফসপা। আজ শনিবার এ খবর সাংবাদিকদের জানিয়েছেন অসমের পুলিশ-প্রধান (ডিজিপি) জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিং।ডিজিপি জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিঙের দাবি, অসমের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত হয়েছে। তাই রাজ্য সরকারের সুপারিশে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর ২৮টি জেলা থেকে সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন প্রত্যাহার করেছে।সাংবাদিক সম্মেলনে ডিজিপি সিং বলেন, ড় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর পুলিশ বিভাগে স্বচ্ছতার সঙ্গে উপযুক্ত প্রার্থীরা নিযুক্তি লাভ করেছেন। এজন্য পুলিশ বিভাগ প্রশংসার পাত্র। পুলিশ বিভাগ প্রশিক্ষণ এবং সামর্থ বিকাশেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তনি বলেন, কয়েক বছর ধরে অসমে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আগে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী ছিল ২১০টি কোম্পানি। বর্তমানে ৭৩টিতে হ্রাস পেয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করিমগঞ্জের বাজারিছড়া

বাজারিছড়া (অসম), ২৭ মে (হি.স.) : শুক্রবার শেষ রাতে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বাজারিছড়ার উপর দিয়ে প্রবাহিত ঘূর্ণিঝড়ে বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি, দোকানপাট ভূপতিত হয়েছে।ওই দিন রাত দেড়টা নাগাদ মাত্র ২০-২৫ মিনিটের ঘূর্ণিঝড়ে বাজারিছড়ার প্রায় দশটি দোকান এবং পাঁচটি বসতগৃহ ভূপতিত হয়েছে। ঝড়ের গতি এতই প্রবল ছিল যে এক মানুষের ঘরের টিনের ছাউনি উড়িয়ে বহু দূরে ফেলে দিয়েছে। তাছাড়া বড় বড় গাছ-গাছালি ভেঙে তছনছ করার পাশাপাশি বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ও খুঁটি উপড়ে ফেলেছে। ঝড়ের কবলে পড়ে বাজারিছড়া সরকারি হসপাতালের বাউন্ডারি ওয়ালও ভেঙে পড়েছে। এদিকে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গোটা এলাকা অন্ধকারে ডুবে আছে।প্রাকৃতিক দুর্যোগের খবর পেয়ে শনিবার সকাল থেকে পাথারকান্দি রাজস্ব সার্কলের আমিন কানুঙ্গরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

পাকিস্তানের গিলগিট বালতিস্তানে ভয়াবহ তুষারধসে মৃত ১০

ইসলামাবাদ, ২৭ মে (হি.স.) : গিলগিট-বালতিস্তানের অ্যাস্তোর জেলায় ভয়াবহ তুষারধসে প্রাণ হারিয়েছেন ১০ জন। নিহতদের মধ্যে তিন জন মহিলা। বরফের স্তুপে চাপা পড়ে গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ২৬ জন। আহতদের উদ্ধার করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে উদ্ধারকারীদের। ভয়াবহ তুষার ধসের ফলে ওই এলাকা কার্যত জেলার অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তুষার ধসে প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে নিহতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন গিলগিট-বালতিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খালিদ খুরশিদ খান।ডায়ামোর-অ্যাস্তোর ডিভিশনের ডেপুটি ইনস্টেক্টর জেনারেল তোফায়েল মির সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, শনিবার সকালে অ্যাস্তোর জেলার শান্টার পাসের কাছে আচমকাই তুষার ধস নেমে আসে। চোখের নিচেই বরফের স্তুপের নিচে চাপা পড়ে অনেকে। বরফের নিচে চাপা পড়ে তিন মহিলা-সহ নয়জন মারা যান। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ২৬ জন। দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছতে হিমশিম খেয়েছেন বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মীরা।দুর্ঘটনার খবর পেয়েই গিলগিট বালতিস্তান বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ডিরেক্টর জেনারেলের সঙ্গে কথা বলেন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী খালিদ খুরশিদ খান। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকার্য চালানোর নির্দেশ দেন তিনি। ওই নির্দেশের পরেই জোরকদমে উদ্ধারকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা।

কর্ণাটক মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ, ঠাঁই পেলেন না শেট্টার, লক্ষ্মণ

বেঙ্গালুরু, ২৭ মে (হি.স.) : কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করলেন সিদ্দারামাইয়া। গত ২০ জুন কান্তারাভা স্টেডিয়ামে সিদ্দারামাইয়া, উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার-সহ ১০ জন শপথ নিয়েছিলেন। শনিবার বিধানসৌধ ভবনে রাজ্যপাল থাবরচন্দ গহলৌতের কাছে শপথবাক্য পাঠ করলেন আরও ২৪ জন মন্ত্রী।শনিবার শপথ নেওয়া মন্ত্রীদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দীনেশ গুন্ডু রাও, রাহুল গান্ধীর 'ঘনিষ্ঠ' কর্নাটক যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি কৃষ্ণা বায়রে গৌড়া, শিবকুমারের অনুগামী মহিলা কংগ্রেস নেত্রী লক্ষ্মী হেব্বলকর, প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এসআর বঙ্গারাপ্পার ছেলে মধু, প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি এশ্বর খান্ডারে। কিন্তু মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পাননি বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি থেকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগদীশ শেট্টার এবং প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মণ সভাড়ী। শেট্টার এ বার হেরে গেলেও কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে জিতেছিলেন লক্ষ্মণ। কর্নাটক বিধানসভার আসনসংখ্যা ২২৪। পরিষদীয় বিধি মেনে তাঁদের ১৫ শতাংশ অর্থাৎ ৩৪ জন মন্ত্রী হতে পারেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।